নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৬ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০৬ সংখ্যা, ১২ অগ্রহায়ণ – ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ ঃ ২৯ নভেম্বর – ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 06, 29 November - 05 December, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ম্যানহোলে পড়ে সাফাই শ্রমিকদের মৃত্যু হলে তাঁদের

পরিবার পিছু ৩০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে কলকাতা পুরসভাকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে এমন দুর্ঘটনায় ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিত কলকাতা পুরসভা।

রবিবার : কলকাতার পুলিশ কর্তাদের এক বৈঠকে ভোটের আগে

বেআইনি অস্ত্র ধরতে জোর দিতে নির্দেশ দিলেন কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা। বেশ কিছুদিন যাবৎ কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় অস্ত্রের দৌরাত্ম চলছে। আশঙ্কা এখন থেকে তৈরী না হলে চেপে ধরবে নির্বাচন কমিশন।

সোমবার : নেপালকে হারিয়ে টি-২০ দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেট

বিশ্বকাপে অপরাজেয় চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। নিজেদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে কলম্বোয় ফাইনাল ম্যাচে দেশকে গর্বিত করলো গ্রাম থেকে উঠে আসা সাধারণ ঘরের মেয়েরা।

মঙ্গলবার : নব্বইতে পা দেবার কয়েকদিন আগেই পরলোকে পাড়ি

দিলেন বলিউডের কিংবদন্তি নায়ক ধর্মেন্দ্র। ৬০, ৭০, ৮০-র দশকে তিনি ছিলেন যুবক যুবতিদের হার্ট থ্রব। নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে সিনেমা জগৎ শোকাচ্ছন্ন।

বুধবার : ঝুলে আছে নাগরিকত্বের আবেদন। এদিকে এসআইআর-এর

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন এগিয়ে আসছে। সুরাহা চেয়ে তাই সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হল আবেদনকারীরা। নাগরিকত্বের দাবী ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে এসআইআর পর্বে।

বৃহস্পতিবার: কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন

আধিকারিকের দপ্তরে দুদিনের ধর্ণা, গেট আটকে বিক্ষোভ নিয়ে পুলিশ কমিশনার ও ডিজিকে সতর্ক করলো জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এরকম বেআইনি কাজ যে তারা বরদাস্ত করবে না তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।

শুক্রবার: সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি-র চলতি নিয়োগ

প্রক্রিয়াকে পুরোদস্তর স্বচ্ছ রাখতে ওএমআর প্রকাশ করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ইতিমধ্যেই নানা বিতর্কে এই পরীক্ষা। সব মামলা সুপ্রীম কোর্ট থেকে ফিরে এসেছে হাইকোর্টে। শেষ পর্যন্ত কি হবে তাই নিয়ে চিন্তায় পরীক্ষার্থিরা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

এবার শুরু আধারের খেলা

ওঙ্কার মিত্র

এসআইআর-এর নথি তালিকায় যে আধার-এর অন্তর্ভুক্তির দাবী জানিয়ে বিরোধীরা আকাশ বাতাস কাঁপিয়েছে, সুপ্রীম কোর্ট অন্তর্ভুক্তিতে বাধ্য করেছে সে আধারকেই এবার স্বচ্ছতার বড় হাতিয়ার করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কারণ আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ না হলেও এমন একটি পরিচয়পত্র যাতে ব্যক্তিগত বায়োমেট্রিক তথ্য লুকিয়ে রয়েছে। তাই তো মোবাইলের সিম থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জালিয়াতি রুখতে আধার এখন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। এই বায়োমেট্রিক তথ্যকে যদি ভোটার তথ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে ভোট নিয়ে বিপুল অভিযোগের অনেকটাই মিটে যেতে পারে বলে সম্ভবত মনে করছে নির্বাচন কমিশন। এর আগে ওটিপি সিস্টেম চালু করতে অধিকাংশ আধারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে মোবাইল নম্বর। এখন আধার আগের চেয়েও শক্তিশালী। বিশেজ্ঞদের

ধারণা এই কারণেই বাধ্যতামূলক না হলেও এনুমারেশন ফর্মের মাধ্যমে অধিকাংশ ভোটারের আধার ও মোবাইল নম্বর তুলে নিয়েছে কমিশন। এখন আধারের মাধ্যমে একজন ভোটারের বায়োমেট্রিক তথ্য কমিশনের হাতের মুঠোয়। শুধু চলতি ভোটার নয়, আগামী ভোটারদের ক্ষেত্রেও অনলাইনে আধার নম্বর দিয়েই সাইন ইন করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে অনলাইনে ৬, ৭, ৮ সব ফর্মের ক্ষেত্রে আধার বাধ্যতামূলক। আবার এনুমারেশন ফর্ম যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও আধারের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে কমিশন। পুরসভা, পঞ্চায়েত, শ্মশান, কবরস্থান, রেজিস্টার অফ ইন্ডিয়া, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, এলআইসি-র সঙ্গে আধার নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে আনা তথ্য মিলিয়ে দেখে নেওয়া হচ্ছে এসআইআর-এ পাওয়া মৃতদের তথ্যের সঙ্গে। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন এবার মরিয়া।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কমিশনের এই মনোভাবে সবচেয়ে প্যাঁচে পড়েছে বিরোধীরা। এতদিন আধারের গুনগান গেয়ে না পারছে তার বিরোধিতা করতে, না পারছে মেনে নিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে কমিশনের এই আধার প্রীতি ভয় ধরাচ্ছে বিরোধীদের মনে। অনেকটা খাল কেটে কুমির ডেকে আনার মত অবস্থা। এখন আধারের বিরোধিতা করে আদালতে যাওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এখন তারা কমিশন এনুমারেশন ফর্ম করতে পারে কিনা তা নিয়ে দ্বারস্থ হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের।

এরপর পাঁচের পাতায়

শুধু এসআইআর-এ নয়, আতঙ্ক আজ ভিন্নমুখী

নরেন্দ্রনাথ কুলে

'আতঙ্ক' শব্দটি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে এখন বেশ কাঁপন ধরাচ্ছে। এই আতঙ্ক প্রশাসনিকভাবে রচিত হলেও রাজনৈতিকভাবে তার বিস্তার নানাভাবে মানুষকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্র না রাজ্য কে আতঙ্ক ধরাচ্ছে তা অতি সাধারণ মানুষের কাছে এখনও বোধগম্য নয়। কম্পমান মানুষদের বেশিরভাগ প্রান্তিক, দরিদ্র, নিরক্ষর কিংবা কোনমতে অক্ষরজ্ঞান প্রাপ্ত মানুষ। জীবন ও জীবিকা নিয়ে এখন যেন তাঁরা আতঙ্কিত নয়। যেন তাঁদের জীবন জীবিকার সংকট বলে কিছু নেই। ভোটার না থাকাটাই কেবল সংকট। এই সংকটে তাঁদের অস্তিত্বের সংকট আসন্ন বলে কি শুধু আতঙ্কিত করা? নাকি অন্য কিছু? আতঙ্কের কারণ কি শুধু এসআইআর? ভোটার তালিকা সংশোধন সে নিবিড়ভাবে হোক আর হাল্কাভাবে হোক তা নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা কেন? তার মধ্যে কোন দূরভিসন্ধি থাকলে অবশ্যই তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। তা না করে কেবল ভোটারদের আতঙ্কিত করাটাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। ভোটারদের জন্য যাঁরা ক্ষমতায় তাঁরাই ভোটারদের নানাভাবে ভয় দেখায়। এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। তাই সংশোধন কাজের নিবিড়তা শুধু ভোটারদের আতঙ্কিত করেনি, আতঙ্কিত বুথস্তরের সংশোধনকর্মীরাও। এর আতঙ্কে কয়েকজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে খবরে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সংশোধনকর্মী ও ভোটারদের আতঙ্ক এক নয়। সংশোধনকর্মীদের কাজের চাপ এত বেশী যে তার আতঙ্কে কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং এমন অবস্থায় অনেকের প্রাণও চলে গেছে। যে কোন প্রাণ চলে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখের, বেদনার। এমন পরিস্থিতি মৃত্যুর কারণ হলে অবশ্যই প্রশ্ন না উঠে পারে না। রাজনৈতিকভাবেই তা উঠেছেও। এই বাংলার প্রশাসন এই সংশোধন বাতিলের পক্ষে। মাননীয়ার বক্তব্য, আর কত মৃত্যু হলে থামবে কমিশন। এটা বাস্তব। কোন কাজের চাপে মৃত্যুমিছিল কখনোই কাম্য নয়। তবে মৃত্যু হচ্ছে বলে এই সংশোধনের কাজ বন্ধ করতে হবে বলাটার দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু একেবারেই সহজ সরল নয়। কাজের চাপ কিভাবে কমানো যায় তা নিয়ে আলোচনা না করে কাজ বন্ধ করার কথা বলাটা দৃষ্টিভঙ্গির জটিলতাকে গোপন করা। এমন অবস্থায় কাজের চাপ নিয়ে কয়েকটি কথা ও প্রশ্ন এসে যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

অশ্লীল এআই ছবি ভাইরাল, আত্মঘাতী ছাত্রী

সুব্রত মন্ডল, সোনারপুর: বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার সোনারপুরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ। পরিবারের অভিযোগ এলাকারই এক যুবক আসিফ খান তাঁকে নিয়মিত উত্তপ্ত করত। ছাত্রীর বেশ কিছু ছবি কৃত্রিম প্রযুক্তির সাহায্যে নগ্ন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়।অন্য এক প্রেমিকা ছবি ভাইরাল করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পারার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল মেয়েটি। সোনারপুর থানা এলাকায় ছাত্রীটি মামার বাড়িতে থাকতো। বয়স ১৭ বছর। কালিকাপুর ২ নম্বর অঞ্চলে মেয়েটির বাড়ি। এ বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। বাড়িতে সন্ধ্যার দিকে কেউ ছিল না। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে একাই ছিল মেয়েটি। সেই সময় এই ঘটনা ঘটে। পরে মাসি ওই বাড়িতে এলে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকার সকলে শোকাচ্ছন্ন।

বড়সড় অপরাধের ছক বানচাল

সুব্রত মণ্ডল, হরিপাল : গভীর রাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বড়সড় অপরাধের পরিকল্পনা করেছিল একদল দুষ্কৃতী। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে সেই ছক বানচাল করল হরিপাল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক প্রাণঘাতী অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সুশীল মালিক (৪৫), কানু দাস (৫০), গজ পাসওয়ান (৩৫) এবং জুগনু ভাট (৩০)। এদের মধ্যে সুশীল ও কানুর বাড়ি হরিপাল থানা এলাকায় হলেও বাকি দুজন বিহার ও বর্ধমানের বাসিন্দা।

ঘটনাটি ঘটে গত ২১ নভেম্বর, শুক্রবার রাতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ হরিপাল থানার পিএসআই আকাশ দোলুই গোপন সূত্রে খবর পায় যে, গজীপুর এলাকার তরুণ সংঘ ক্লাবের মাঠের কাছে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছান।

অন্ধকারের মধ্যে দুষ্কৃতীদের ফিসফিস করে কথা বলতে শোনা যায়। পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলে দুষ্কৃতীরা পালানোর চেষ্টা করে। সেই সময় ধাওয়া করে চারজনকে ধরা হয়। বাকি ৬ জন অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে একটি ৯ ইঞ্চির ভোজালি,

এরপর পাঁচের পাতায়

খসড়া তালিকার অপেক্ষায় মতুয়ারা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগরে আসন্ন ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোট টানার লক্ষ্যে চলতি সপ্তাহে জনসভা করে যান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভায় তিনি 'কোনও বৈধ ভোটারের নাম কাটতে দেব না' বলে উল্লেখ করেন। এর আগে মতুয়াদের নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে চলেছে গোষ্ঠী বিবাদ। কেউ বসেছে ধর্ণায়, কেউ দিয়েছে উদ্বাস্তু পরিচয়পত্র।

প্রসঙ্গত আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এবারে মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক একটা বিশাল ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক মহল। রাজ্যের ৭৪টা বিধানসভার সংখ্যার বিচারে তারা নির্ধারকের ভূমিকায়। মতুয়াদের অবস্থান ও তাদের মনোভাব প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সর্বভারতীয়

মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'এসআইআর নিয়ে মতুয়াদের একটা অংশ আতঙ্কিত বা ২০০২ সালে যাদের নাম নেই তাঁরা দুশ্চিন্তায় আছেন। কারণ সিএএতে আবেদন করেও তারা এখনও সবাই শংসাপত্র পান নি। আবার সিএএ শংসাপত্র থাকলেই যে ভোটার লিস্টে তাদের নাম থাকবে এমনটাও কোথাও বলা নেই। ১১টা ডকুমেন্টের যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে সেখানে কোথাও যদি সিএএ-র শংসাপত্রের কথা উল্লেখ থাকত তাহলে মানুষ অনেকটা আশ্বস্ত হতেন। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, তারাও ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। যা কিছু আশ্বাস সবই মৌখিক। ভোটার তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ পড়ছে, নাগরিকত্ব নিয়ে তো তাদের শংসয় হওয়াটা স্বাভাবিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, বৈধ ভোটারদের কোনও অসুবিধা হবে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

অনলাইন পরিসর আর মুক্ত জায়গা নয়

আরিফুল ইসলাম : নারী ও কন্যাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করতে বিশ্ব জুড়ে ১৬ দিনব্যাপী(২৫ নভেম্বর – ১০ ডিসেম্বর) সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়। ২৫ নভেম্বর ও ১০ ডিসেম্বর এই দু'দিনে নারীর প্রতি নির্যাতনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ ধরে তুলে ধরা হয়।

এদিকে এবছর এই ১৬ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'স্বয়ম(এন্ডিং ভাইয়লেন্স্ অ্যাগেনস্ট্ উমেন) সংস্থা বেছে নিয়েছে বর্তমান সময়োপযোগী 'লিঙ্গভিত্তিক অনলাইন নির্যাতনে"র মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কো। অনলাইন স্টকিং, ট্রোলিং, অন্যের পরিচয় নকল করা বা ভুয়ো পরিচয় তৈরি করা, ছবি বিকৃত করা(মর্ফিং) এবং অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত ছবি ও মোবাইল নম্বর ছড়িয়ে দেওয়া, এসবই নারীদের নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি ও ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয় বলে 'স্বয়ম ২৫ নভেম্বর নারী নির্বাচন বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে জানায়। এছাড়াও তারা দাবী করে, এই ধরনের নির্যাতন নারীদের অনলাইনে অংশগ্রহণে বাধা দেয়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কমায়। এই ধরনের নির্যাতন হঠাৎ বা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে না। বরং সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতার অসম কাঠামোর মধ্যেই এর

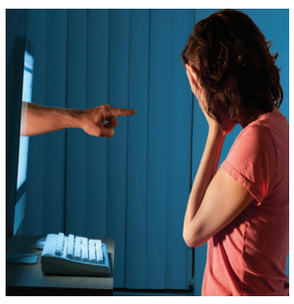

শিকড় লুকিয়ে রয়েছে। অনলাইন হেনস্থা, হুমকি, গালিগালাজ, ছবি-ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করা। ফলে অনলাইন পরিসরকে বর্তমানে আর নিরপেক্ষ-মুক্ত জায়গা বলা যায় না বরং অনলাইনে নারীরা এতোদিন যে নির্যাতন ও হেনস্থার শিকার হতো, তাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে অনলাইন। এটি আগামীদিনে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তা-ই লিঙ্গভিত্তিক অনলাইন নির্যাতনকে শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যা না ভেবে একটি কাঠামোগত ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা জরুরি।

এদিন কলকাতায় লিঙ্গভিত্তিক অনলাইন নির্যাতন নিয়ে এক প্যানেল আলোচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা যেসব বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বয়ম সংস্থার ডিরেক্টর কৌশিক গুপ্ত, চলচ্চিত্র সমালোচক শময়িতা চক্রবর্তী, ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর অগ্নিজিৎ সেন, সাইবার-মনিটরিং সেলের(দক্ষিণ শাখা) অফিসার ইনচার্জ শুভঙ্কর চক্রবর্তী। প্যানেল আলোচনার সঞ্চালনায় ছিলেন স্বয়ম সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা অনুরাধা কাপুর। মূল বক্তব্য ছিল, প্রযুক্তি ক্ষমতায়নের স্থান হয়ে উঠুক। নির্যাতনের জন্য নয়। চাই দায়িত্ববোধ ও নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় পুণ্যস্নান

কপিল মুনি মন্দিরের কাহিনী বলবে ৪০০ ড্রোন

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর

কথায় আছে, 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।' সেই গঙ্গাসাগর মেলার ইতিহাসে এবার যোগ হতে চলেছে এক নতুন এবং অভূতপূর্ব অধ্যায়। পুণ্যার্থীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে জেলা প্রশাসন এবার এক নজিরবিহীন ড্রোন শোয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কপিল মুনির মন্দিরের পাশে রাতের আকাশে ৪০০ থেকে ৫০০ ড্রোন ব্যবহার করে দেখানো হবে সেই মহাজাগতিক প্রদর্শনী, যা গঙ্গাসাগর মেলা এবং কপিল মুনির মন্দিরের বিবর্তনের কাহিনি তুলে ধরবে। জেলা প্রশাসনের সূত্র অনুযায়ী, গঙ্গাসাগর মেলায় আসা তীর্থযাত্রীদের কাছে শুধু পুণ্যস্নান নয়, বরং মন্দির প্রাঙ্গণের পরিবেশ এবং ইতিহাসকেও বিশেষভাবে

উপভোগ্য করে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে প্রায় পাঁচ মিনিটের একটি জমকালো ড্রোন শো। জানা গিয়েছে, এই প্রদর্শনীতে কপিল মুনির মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, সগর রাজার কাহিনি, গঙ্গা দেবীর মর্ত্যে আগমন এবং গঙ্গাসাগর মেলার কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের গল্প – সমস্ত কিছুই তুলে ধরা হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে।

ঐতিহ্যগতভাবে, প্রতিবছরই জেলা প্রশাসন মেলার জন্য কিছু না কিছু নতুন আকর্ষণ নিয়ে আসে। বিগত বছরগুলিতে কখনও বাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানের রেপ্লিকা, আবার কখনও তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা প্রদর্শিত হয়েছে। তবে এবার প্রযুক্তির এই ধরনের বড় মাপের ব্যবহার গঙ্গাসাগরের ইতিহাসে প্রথম। একজন পদস্থ আধিকারিক জানান, এর আগে কখনও গঙ্গাসাগরে এই ধরনের হাই-টেক প্রকল্প নেওয়া হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

বজবজে নারী শিক্ষার পথিকৃৎ শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই সরকারি সম্মান থেকে বঞ্চিত

কুনাল মালিক

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ বিধানসভা এলাকার নারী শিক্ষার পথিকৃৎ শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই আজও সরকারী স্বীকৃতি ও সম্মান থেকে বঞ্চিত। তাঁরই ঐকান্তিক উদ্যোগে বজবজ এলাকায় নারী শিক্ষার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ ১৯৫৬ সালের ২৪ শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি যে সময় এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন সেই সময় পৃথক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব ছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৯ বছরের মধ্যে একজন যুবক অন্য কাজে ব্যস্ত না হয়ে নারী শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভাবছেন একথা ভাবলেই অবাক হতে হয়। শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই নিজে একজন শিক্ষক ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের। ১৯৫৪ সাল থেকে বাওয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। সে সময় শিক্ষকদের বেতন তেমন আহামরি কিছু ছিল না। নিজের বেতনের পয়সা দিয়েই শুরু করেন শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ। প্রথমে প্রাতঃকালীন শাখা হিসাবে বাওয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের পঠন পাঠন শুরু হয়। প্রথম বছর মাত্র ৮ জন বালিকাকে নিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু। বর্তমানে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমনই ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার জন। বাওয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে বাদবাকি সময়ে তাঁর ধ্যান জ্ঞান ছিল কিভাবে শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠকে আরো সমৃদ্ধ করা যায়। এমনকি এও জানা যায় বিদ্যালয়ের প্রচার প্রসার এবং ছাত্রী সংগ্রহের জন্য পাড়ায় পাড়ায় তিনি এলাকার শিক্ষা অনুরাগীদের নিয়ে ঢেঁড়া পেটাবারও ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ এগিয়ে চলে আরো উন্নত স্তরে। ১৯৬১ সালে বনরাইপুর গ্রামের বাসিন্দা রাধাগোবিন্দ পাড়ুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জমি দান করেন। ১৯৫৮ সালে দুই শ্রেণীর নির্মাণ হয়, ১৯৫৯ সালে জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়, ১৯৬৩ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়, পরবর্তী সময় ২০০১ সালে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ ১৯৬৯ সালের ২৪ শে জানুয়ারি নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। বাওয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর

তাঁর ধ্যান জ্ঞান ছিল শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ নিয়েই। সেজন্য নিজের পরিবারকেও সেভাবে তিনি সময় দিতে পারেননি। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী শিক্ষিকা কণিকা পাড়ুই অত্যন্ত হাসিমুখেই তার স্বামী শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইয়ের এই কর্মযজ্ঞকে মেনে নিয়েছিলেন। তাই বিভিন্ন ব্যাপারে স্বামীর এই কাজকর্মকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য নেপথ্য থেকে বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা করে গেছেন হাসিমুখে। সেইসঙ্গে তিন মেয়ের পড়াশোনা ও পরিবারও সামলেছেন দক্ষতার সঙ্গে। প্রসঙ্গতঃ শিক্ষক শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইয়ের সহধর্মিনী কণিকা পাড়ুই শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা ছিলেন। আসুন এবার জেনে নেওয়া যাক শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইয়ের জন্ম বৃত্তান্ত থেকে শিক্ষা ও কর্মজীবনের কথা। শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইয়ের জন্ম হয় ১৯৩১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। জন্মস্থান মাতুলালয় ঠাকুরপুকুর। পিতার নাম ছিল প্রভাস চন্দ্র পাড়ুই এবং মাতা ছিলেন সুশীলা পাড়ুই। শিক্ষাগত যোগ্যতা মেট্রিকুলেশন পাশ করেন ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে, স্নাতক হন ১৯৫৪ সালে বিএসসি পিওর, স্পেশাল বি.এ. ১৯৫৯ সালে, এম এ ইংরেজি ১৯৬৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিটি ১৯৭৩ সাল এবং বি ই এল টি ১৯৭৮ সাল। পেশাগত জীবন বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৬ বছর শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের সম্পাদক পদে ছিলেন। বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে তিনি ৯৬ তম বর্ষে পদার্পণ করবেন।

ছোটবেলা থেকে আমরা শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইকে দেখেছি অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন কাটাতে। সর্বদা সঙ্গী ছিল একটি সাইকেল এবং পরণে সাদা ধুতি, হাফ হাতা সাদা কলার ওয়ালা পাঞ্জাবি, শীতকালে সাদা সোয়েটার এবং সাইকেলের হ্যান্ডেলের শোভা পেত কলকা দেওয়া একটি ব্যাগ। প্রতিদিন সকালবেলা যোগাসন প্রাণায়াম ছিল শিক্ষক শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইয়ের অন্যতম বিষয়। প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রাইভেট টিউশন করিয়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

অর্থনীতি

বসন্ত এসে গেছে ?

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে আমরা লিখেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি যদি পরপর দুইদিন ২৬,২০০ লেভেলের উপর বন্ধ করতে পারে তবে ২৬ হাজার ৫০০ এবং ২৬৮০০ খুব বেশি দূরে নয় কিন্তু বাজার সেটা করতে ব্যর্থ হয় এবং করেছে তাতে মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সম্ভবনা যদি না আমেরিকার শুল্কনীতিতে বড় কোন পরিবর্তন হয়। অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন আর্থিক বৃদ্ধি জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে কমে 6.3% এর কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং অলৌকিকভাবে বাজার যে উপরের দিকে যাবে সেটা হলপ করে বলা যায় না তবে টেকনিক্যাল এনালাইসিস

সে ক্ষেত্রে ২৫৮০০ কাছাকাছি বাজার চলে আসে এবং এখন বুধবার এই লেখা যখন লিখছি তখন ২৬১৩০ এর কাছাকাছি। এর মধ্যে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে নানারকম জল্পনা শুরু হয়েছে। বিস্তারিত পূর্বাভাস অনুযায়ী এই বৃদ্ধির বিস্তার ৬% থেকে ৮.৫% এর মধ্যে। বিদেশীদের লগ্নী এখনো বলার মত অবস্থায় আসেনি তাই বাজারকে আগামী দিনে বাড়তে হলে যেটা দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বাড়ছে এবং জিএসটি সহ যেসব সংস্কার সরকার বর্তমানে অনুযায়ী বাজার সব খারাপ ঘটনাকে ইতিমধ্যেই ডিসকাউন্ট করে নিয়েছে এবং ২৫ হাজার ৮০০ লেভেলটা বড় একটা সাপোর্ট যার উপর ভিত্তি করে বাজার আগামী সপ্তাহে ২৬২০০ এবং ২৬৫০০ লেবেল স্পর্শ করতে পারে। তবে এই লেবেলগুলো যেহেতু এখনো পর্যন্ত বাজারের সর্বোচ্চ উচ্চতা এর কাছাকাছি তাই বাজার যথেষ্ট ভোলাটেলিটি দেখিয়ে তবে এর উপর ক্লোজ হওয়ার সম্ভাবনা সেই জন্য ট্রেড করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অক্টোবরের জিএসটি সংগ্রহে রেকর্ড বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে মোট জিএসটি সংগ্রহ করা হয়েছে ১,৯৫,৯৩৬ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০২৪ একই সময়ের তুলনায় অক্টোবর ২০২৫ –এ মাসিক ৪.৬% বৃদ্ধি। দেশের মোট জিএসটি রাজস্ব ২.০% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অক্টোবর ২০২৪–এ ১,৪২,২৫১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অক্টোবর ২০২৫–এ ১,৪৫,০৫২ কোটি টাকা হয়েছে।

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে জিএসটি রাজস্ব আদায় হয়েছে ১,৯৫,৯৩৬ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই মাসের ১,৮৭,৩৪৬ কোটি টাকার তুলনায় ৪.৬% বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে জিএসটির হারে সংস্কার আসায় জিএসটি সংগ্রহে এই বৃদ্ধি উৎসবের মরশুমে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকের চাহিদার ইঙ্গিত দেয়। অক্টোবর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত বার্ষিক বৃদ্ধি ৭.৮% ধরা হয়েছে, যা অক্টোবর ২০২৪–এর ৯,৬৫,১৩৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অক্টোবর

২০২৫–এ ১০,৪০,০৫৫ কোটি টাকা হয়েছে।

মাসিক মোট দেশীয় রাজস্ব অক্টোবর ২০২৪–এর ১,৪২,২৫১ কোটি টাকা থেকে ২% বৃদ্ধি পেয়ে অক্টোবর ২০২৫–এ ১,৪৫,০৫২ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যদিকে, আমদানি থেকে প্রাপ্ত মোট জিএসটি রাজস্বে ১২.৯% বার্ষিক বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে, যা মজবুত বাণিজ্য কার্যকলাপের প্রতিফলন।

৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জিএসটির মোট এবং নেট সংগ্রহ মোট জিএসটি ফেরতের মাসিক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯.৬%, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ আয়ের পরিমাণের বৃদ্ধি ২৬.৫% এবং আমদানিকৃত পরিমাণের বৃদ্ধি ৫৫.৩%। এই বৃদ্ধি অক্টোবর ২০২৪–এর ১০,৪৮৪ কোটি টাকা থেকে অক্টোবর ২০২৫–এ ১৩,২৬০ কোটি টাকা এবং ৮,৮০৮ কোটি টাকা থেকে ১৩,৬৭৫ কোটি টাকা হয়েছে। অক্টোবর ২০২৫–এ মোট নিট জিএসটি রাজস্বের পরিমাণ হয়েছে ১,৬৯,০০২ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের ১,৬৮,০৫৪ কোটি টাকার তুলনায় ০.৬% বেশি (মাসিক বৃদ্ধি) এবং ৭.১% বেশি (বার্ষিক বৃদ্ধি)।

২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে শক্তিশালী, অনবদ্য কর্মক্ষমতা ভারতীয় অর্থনীতির এই কর্মক্ষমতা ভারতের অভ্যন্তরীণ গ্রহণক্ষমতার স্থিতিস্থাপকতা এবং জিএসটি ব্যবস্থার অধীনে ক্রমবর্ধমান কর–ভিত্তিকে প্রদর্শন করে। অক্টোবর ২০২৫–এর জিএসটি সংগ্রহের বিভাজন তারই সাক্ষ্য বহন করে।

রাজ্যভিত্তিক পরিস্থিতি

এটি প্রশংসনীয় যে, একাধিক শিল্প ও পরিষেবা–ভিত্তিক রাজ্য অক্টোবর ২০২৪–এর তুলনায় জিএসটি সংগ্রহে দৃষ্টান্তমূলক বৃদ্ধি দেখিয়েছে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট, তামিলনাড়ু এবং হরিয়ানা একসঙ্গে মোট জিএসটি রাজস্বে ৪০%–এরও বেশি অবদান রেখেছে, যা অন্যতম গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে তাদের ভূমিকাকে তুলে ধরে।

উপসংহার

অক্টোবর ২০২৫ এর জিএসটি রাজস্ব সংগ্রহ অবিচ্ছিন্নভাবে আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা, শক্তিশালী উৎসবের গ্রহণযোগ্যতা এবং কার্যকর সম্মতিকে প্রতিফলিত করে। আমদানি–সম্পর্কিত জিএসটিতে স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি উৎসাহী বাণিজ্যের মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহগুলি অবিরাম অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সামগ্রিকভাবে, এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সুস্থায়ী গ্রহণক্ষমতার পুনরুদ্ধার বিস্তৃত করছে এমন করভিত্তি এবং শক্তিশালী আর্থিক স্বাস্থ্যের দিকে ইঙ্গিত করে, যা ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের বাকি সময়ের জন্য ভারতকে একটি স্থিতিশীল গতিপথে স্থাপন করেছে।

জেনে রাখা দরকার

ভারতীয় ভাস্কর্য

ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা এক উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন। ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাস এই সময় থেকেই শুরু হয়। সিন্ধু সভ্যতায় শিল্পীদের পোড়া মাটি ও ব্রোঞ্জের কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়। নৃত্যরতা নারী এবং অন্যান্য নারীমূর্তি ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভাস্কর্য এবং নৃত্যরীতির মধ্যে এক সমন্বয় সাধন করে। এই সময়ে পোড়া মাটি বা টেরাকোটায় কেবল দেবীমূর্তি তৈরি হয়নি, বিভিন্ন খেলনা, পশুপাখিও গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন মূর্তি নির্মাণে, বিশেষ করে বৃষের মূর্তি রচনায় এক অনন্য সাধারণ স্বাভাবিকতা দেখা যায় এই সময়কার ভাস্কর্যে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিস অ্যাকিমেনিড রাজত্ব দখল করার পর পারস্যের শিল্পীরা দেশেবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলেই আমরা পাই ভারতীয়–গ্রিক–পারস্য শিল্পকলার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অশোকস্তম্ভও আমাদের জাতীয় প্রতীক।

মৌর্যযুগে এই শিল্প হয়ে ওঠে আরও কমনীয়। দেবদেবীর মূর্তি বা পশুপাখির মূর্তি রচনায় এই সব শিল্পীদের অনুভূতিশীলতার

ও মননশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। যক্ষ–যক্ষিণীর মূর্তি গঠনে, প্রাথমিকভাবে কিছু গোঁড়ামি থাকলেও, পরবর্তীকালে তা এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্মতায় পরিণত হয়।

আলেকজান্ডারের ভারত বিজয়ের পর তৎকালীন উত্তর পশ্চিম ভারত (বর্তমান দক্ষিণ আফগানিস্তান ও উত্তর পাকিস্তান)–এ গান্ধার শিল্পকলার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পকলায় গ্রিক ও পারসি শিল্পকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় গান্ধার শিল্পকলায়। এই সময়েই প্রথম বুদ্ধ মূর্তির সন্ধান মেলে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চল কুষাণ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্রাট কণিষ্কের রাজত্ব অক্ষ থেকে গঙ্গা নদী অবধি বিস্তার লাভ করে। কুষাণ জাতির বাস ছিল মথুরা নগরে। এই যুগের শিল্পকলা পূর্বানুসারী হওয়াতে এর মধ্যে অভিনবত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। উন্নতমানের নাগরিক সভ্যতার এই যুগে, ভাস্কর্যে দেখা যায় নরনারীর উপস্থিতি, পঞ্চম–কারের সমন্বয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃশ্য, অতি সূক্ষ্ম বসন–ভূষণে সুসজ্জিতা নারীমূর্তি।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্যযুগের পরবর্তী শুঙ্গযুগে ভাস্কর্যে আরও সূক্ষ্মতা আসে। যক্ষিণীমূর্তি শোভিত হতে থাকে নানা অলঙ্কার ও পরিধানে। উৎকর্ষের বিচারে, নারী ও বৃক্ষ একই সুরে বাঁধা পড়ে, ভাস্কর্য ও কারুশিল্পে

এ এক প্রতীকী অবস্থান লাভ করেছে।

সাতবাহন রাজত্বে (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ) এই ধারা আরও পরিণত রূপ লাভকরে। সাঁচীর পরীমূর্তি, অমরাবতীর ভাস্কর্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গুপ্তযুগে (৩০০–৬০০ খ্রিস্টাব্দ)–এর ভাস্কর্যে বিভিন্ন প্রতীকী হস্ত মুদ্রা সমন্বিত, আসীন ও দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি এক নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান দেয়। এইসব বুদ্ধমূর্তির বর্ণবলয়ে আমরা নানারকম কারুকাজ দেখতে পাই। ভগবান বুদ্ধের মুখমণ্ডলে শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় এক শান্ত, অন্তর্মুখীন প্রকাশ–ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে। এশীয় শিল্পকলার ইতিহাসে অজন্তার পদ্মপাণি মূর্তির মতো গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি এক নতুন দিকচিহ্ন। এই যুগে, বিশেষ করে, বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি রচনা, উল্লেখের দাবি রাখে। পঞ্চম শতাব্দীতে দেওঘরের মন্দির এবং উদয়গিরিতে বরাহ অবতারের ভাস্কর্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যে ভাকাটাকা রাজবংশের রাজত্বকালে, রাজতত্ত্বাবধানে কারুশিল্প পূর্ণতা পায়। বৌদ্ধ ঘরানায় অজন্তা এবং হিন্দু ঘরানায় ইলোরার কারুকার্য এই সময় আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। পশ্চিমের চালুক্য রাজত্বে এই একই ধারা দেখতে পাওয়া যায় বাদামি, আইহোল এবং

পট্টডক্কলের বিভিন্ন নৃত্যরতা মূর্তি ও নটরাজ মূর্তি রচনায়। বিজয়ওয়াড়া অঞ্চলে, বিভিন্ন মন্দিরে আছে নৃত্যভঙ্গিমার অসাধারণ সব কারুকার্য।

রাষ্ট্রকূট রাজাদের আমলে ইলোরায় আরও একটি গুহায় ভাস্কর্য রচিত হয়। আমরা পাথরের বুকে দেখতে পাই রুদ্ররূপী শিবমহিমা। এখানে সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুমূর্তি যেন এক কাব্যময় রূপ ধারণ করেছে। গহড়বাল যুগে রাজোরগড়ের ভাস্কর্যে নারীমূর্তি পরিপূর্ণ সুষমায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এর চরম প্রকাশ ঘটে চান্দেলা যুগে, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত খাজুরাহোর ভাস্কর্যে। ওড়িশা তটের কোণারক, ভুবনেশ্বরেও (ত্রয়োদশ শতাব্দী) আমরা এই ধারার ভাস্কর্য দেখতে পাই। কেবল মাত্র যৌনতা নয়, নারীমূর্তি এই সব স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছে এক বিরহাতুর, কাব্যময়, স্বপ্নিল ভাবাচ্ছন্নরূপে।

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণতম প্রান্তে আমরা দেখতে পাই, পল্লব যুগে (অষ্টম শতাব্দী) সৃষ্ট বিশালাকায় মহাবলীপুরম। পাথরের শরীর থেকে যেন সমুদ্র অবতরণ করেছে এবং সমুদ্রতীরের প্রাণচাঞ্চল্য যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার অপরূপ ভাস্কর্য শিল্পে। চোল ভাস্কর্যের শিবমূর্তি, বিশেষ করে, ব্রোঞ্জের নটরাজমূর্তি আজ পৃথিবী বিখ্যাত।

পরিবর্তনশীল পার্থিব জগতের সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্যশিল্পেও প্রকাশিত হয় মহাজাগতিক রহস্যালোক। দ্বাদশ শতাব্দীতে কর্ণাটকের

হয়শালা রাজত্বে কোমল–স্ফটিকস্বচ্ছ শিলায় মাত্রাধিক অলঙ্করণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর বিজয়নগরের ভাস্কর্যে দেখা যায়, হস্তিসম্বলিত শোভাযাত্রার ছবি, সেনাবাহিনীর মদমত্ততার চিত্র। প্রস্তরভাস্কর্যে পল্লবধারা এবং ব্রোঞ্জভাস্কর্যে চোলরীতির প্রভাবে কেরালার ভাস্কর্যশৈলী গড়ে ওঠে। তবে প্রধানত কাঠের ওপর খোদাই কাজের জন্যই কেরালা বিখ্যাত।

আজ পৃথিবীর সমস্ত ভাবধারার ভাস্কর্যশৈলী যখন উন্মুক্ত, ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পীরা নব নব মাধ্যমে, নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে কাজ করে চলেছেন। কারুশিল্পের চিরাচরিত মাধ্যম ছাড়াও তাঁরা ব্যবহার করছেন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, ফাইবার গ্লাস প্রভৃতি বস্তু। তবে মূর্তি রচনার যে মানবিক আবেদন, যা যুগে যুগে মানুষের ভয় ও ভক্তি আদায় করে এসেছে, তারই প্রতিফলনে আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্য হয়ে উঠেছে ঐতিহ্য অনুসারী পরম ঐশ্বর্যশালী।

শরীর নিয়ে নানা কথা

হেডফোন আমাদের কতটা ক্ষতি করছে ?

এ বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন, ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, এম.ডি. (হোমিও), সিনিয়র সুপার স্পেশালিস্ট হোমিওপ্যাথ আন্তর্জাতিক সভাপতি: ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি

নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন ব্যবহার করলে কেবল সেই শব্দই শোনা যায়, যা আপনি এর মাধ্যমে শুনতে চান। নয়েজ, অর্থাৎ চারপাশের শব্দ তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আরামসে নিজের চাহিদামাফিক অডিও শুনতে এই হেডফোনের জুড়ি নেই। কিন্তু ক্রমাগত এই সুবিধা গ্রহণ করলে স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই আশঙ্কার ব্যাপারটাই সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হল। কী ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা একজন মানুষ দিনের পর দিন যদি লম্বা সময় ধরে নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি

যখন হেডফোন ছাড়া পৃথিবীর বহু রকম শব্দের মধ্যে থাকেন, তখন মুশকিল পড়তে পারেন। নানা শব্দের ভিড়ে নিজের প্রয়োজনের শব্দটি আলাদাভাবে বোঝার স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় অডিটরি প্রসেসিং ডিজঅর্ডার (এপিডি)। উঠতি বয়সে ক্রমাগত এ ধরনের হেডফোন ব্যবহার করলে এই সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বলে ধারণা করছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ, জেনজির সদস্যদের মধ্যে এপিডি হতে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে উঠতি বয়স থেকেই

নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন প্রযুক্তি ক্রমাগত ব্যবহার করার অভ্যাস দায়ী হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে যাঁদের মধ্যে নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন ব্যবহারের প্রবণতা কম বা একেবারেই নেই, তাঁদের স্নায়ুতন্ত্র এমনভাবে প্রস্তুত থাকে, যাতে উচ্চশব্দের মধ্যেও অপ্রয়োজনীয় শব্দ ফিল্টার করে ফেলতে পারেন।

জীবনধারা যেভাবে ব্যাহত হতে পারে: এপিডিতে ভুগলে ক্লাসে মনোযোগ দিতে অসুবিধায় পড়তে পারেন তরুণেরা। কারণ, ক্লাসের নানারকম শব্দের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় শব্দগুলো তাঁর স্নায়ুতন্ত্র আলাদভাবে শনাক্ত করতে পারে না। এর মানে, তিনি সবই শুনছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠিকভাবে শুনছেন না। এরকম পরিস্থিতিতে কোনো কথা বুঝতে তাঁর বেশ কষ্ট হয়। তাঁর কানে প্রবেশ করা সব শব্দই স্নায়ুতন্ত্র গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক এত ধরনের শব্দের মধ্য থেকে অর্থপূর্ণ তেমন কিছুই আর বের করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর কানের ক্ষমতার কোনো ঘাটতি নেই। কেবল স্নায়ুতন্ত্র প্রয়োজনী শব্দ ফিল্টার করতে না পারার সমস্যার জনাই তিনি ভুক্তভোগী। ধরুন, তিনি সিনেমা হল কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় নিজের মাতৃভাষারই কোনো সিনেমা দেখছেন। তবু তাঁর সাবটাইটেলের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ, চারপাশের নানা শব্দের ভিড়ে তিনি সিনেমার সংলাপ ঠিকঠাক বুঝতে পারেন না। অনেক মানুষের ভিড়ে কিংবা অনেক ধরনের যান্ত্রিক শব্দের মধ্যে এমন সমস্যা হতেই পারে তাঁর। অনেক ধরনের শব্দের মধ্যে অস্থিরতায়ও ভুগতে পারেন তিনি।

তাহলে কি নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন বাদ দেওয়া উচিত: নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনের উদ্ভাবন হয়েছিল মানুষের প্রয়োজন থেকেই। আর এ নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এটি এপিডির জন্য দায়ী। অর্থাৎ এটি পর্যবেক্ষণকালীন একটা ধারণামাত্র। তবে যেকোনো ধরনের হেডফোনেই কিন্তু একটানা বা অতিরিক্ত সময়ের জন্য ব্যবহার করা খারাপ। একই কথা প্রয়োজন্য নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনের ক্ষেত্রেও। যেকোনো হেডফোন পরিমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করলে কান কিংবা স্নায়ুতন্ত্র কোনোটিরই ক্ষতি হবে না বলে বিশ্বাস করেন গবেষকেরা।

ইছাপুর প্রতিরক্ষা কারখানায় ১৫ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ইছাপুর মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস, ও ডিপ্লোমা / টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, হিসাবে ১৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডে আবেদনের যোগ্য। **গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস:** মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড মাসে ১২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: মেকানিক্যাল ২টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ২টি, মেটালার্জিক্যাল ২টি। **ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস:** মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড মাসে ১০,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: মেকানিক্যাল ৩টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ৩টি, মেটালার্জিক্যাল ৩টি।

সব ক্ষেত্রে তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। প্রার্থীদের প্রথমে অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://nats.education.gov.in

নাম পরিবর্তন

আমি রিজবানা বিবি স্বামী হান্নান সেখ, গ্রাম + পোষ্ট– আমগাছিয়া, থানা– বিষ্ণুপুর, জেলা–দঃ ২৪ পরগনা। আমার এ্যাকচুয়াল নাম রিজবানা বিবি, ভুলবশতঃ আমার নাম বানু সেখ / বানু বিবি হইয়াছে। আমার আধার নং 8546 7653 7254 এবং আমার ভোটার পরিচয়পত্র নং WB/18/110/084217. আমি আলিপুর 1st Class Judicial Magistrate Affidavit বলে 16-01-2018 সংশোধন করিয়াছি। আমার এ্যাকচুয়াল নাম রিজবানা বিবি of Banu Bibi & Banu Sk same person.

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৯ নভেম্বর – ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে মেষ রাশির জাতকরা শক্তি এবং উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং পুরনো কোনও প্রকল্প সম্পন্ন করার সময় এসেছে। আপনার প্রেম জীবন আরও গভীর হবে। বিদেশ বা উচ্চশিক্ষার মতো ক্যারিয়ারের সুযোগ আসতে পারে। অ্যালার্জি এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা এড়িয়ে চলুন। ধ্যান আপনার মনকে শান্ত করবে।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে, বৃষ রাশির জাতকরা স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্য খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন হতে পারে এবং আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতার উদ্ভব হবে। মানসিক দূরত্ব এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের জন্য, আবহাওয়া পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।আপনার হৃদয় এবং রক্তচাপের দিকে মনোযোগ দিন।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জাতকদের জন্য নতুন ধারণা এবং সামাজিক সংযোগে পূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসবে। লেখালেখি, মিডিয়া এবং যোগাযোগের সাথে জড়িতরা উপকৃত হবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা ভালো সঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন।

কর্কট রাশি : কর্কট রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে মানসিক এবং পারিবারিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকবেন। কাজের চাপ এবং ব্যয় বাড়তে পারে। প্রেমময় জীবন উত্তেজনায় ভরপুর থাকবে, তবে অতিরিক্ত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার পা এবং হজমের দিকে মনোযোগ দিন।

সিংহ রাশি : সিংহ রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের দক্ষতায় ভরপুর থাকবে। নতুন ক্যারিয়ারের সুযোগ এবং স্বীকৃতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবন ভালো থাকবে, তবে অহংকার এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার হৃদয় এবং রক্তচাপের দিকে মনোযোগ দিন।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার কাজ এবং জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য ভালো হবে। আপনার চাকরি এবং ব্যবসায় উন্নতির সুযোগ তৈরি হবে। বিদেশ বা উচ্চশিক্ষার মতো ক্যারিয়ারের সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। আপনার প্রেমের জীবনে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার হজমশক্তি উন্নত করা এবং ফোনের স্ক্রিন টাইম কমানো উপকারী হবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহটি তুলা রাশির জাতকদের জন্য অংশীদারিত্ব এবং ভারসাম্যের বিষয়। চাকরিজীবীদের জন্য স্থানান্তর, পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। দলগত কাজ লাভজনক হবে। ছোট আয়ের সুযোগ তৈরি হবে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং বোঝাপড়া অপরিহার্য। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

বৃশ্চিক রাশি : বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে তাদের কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। চাকরিজীবীদের জন্য স্থানান্তর, পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহী হবেন। ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি পরিবারে সম্মান এবং সমর্থনও পাবেন।

ধনু রাশি : ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভ্রমণ, শিক্ষা এবং নতুন জ্ঞানে পরিপূর্ণ। বিদেশ বা উচ্চশিক্ষার মতো ক্যারিয়ারের সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতার উদ্ভব হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাবে, তাই ধৈর্য ধরুন। স্বাস্থ্যের জন্য, হজম এবং ঘুমের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন। নতুন প্রকল্প শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন।

মকর রাশি : এই সপ্তাহটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শৃঙ্খলা এবং দায়িত্বের মাধ্যমে ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য। পদোন্নতি বা নতুন কোনও ভূমিকা সম্ভব, তবে আপনার কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক সহায়তা পাওয়া যাবে, তাই সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য নতুন চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক যোগাযোগে পূর্ণ। ক্যারিয়ারের নতুনত্ব এবং ফ্রিল্যান্স কাজ সুবিধা বয়ে আনবে। পরিবারের সাথে সময় কাটান। আপনার প্রেমের জীবনে আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, তবে আপনার আবেগ পরিষ্কার রাখুন। যোগব্যায়াম/ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপের ভারসাম্য বজায় রাখুন।

মীন রাশি : মীন রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে সংবেদনশীলতা এবং আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ থাকবেন। সৃজনশীল প্রচেষ্টায় সাফল্য আসবে। আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার রুটিনে ব্যায়াম এবং যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন।

শব্দবার্তা ৩৬৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। জ্ঞানদান ৪। বিষ্ণু, নারায়ণ ৫। ভেদবমি ৭। শাস্ত্রীয় নৃত্যের অঙ্গবিশেষ ৯। লাইব্রেরি ১০। শক্তিবর্ধক

উপর–নীচ

১। শাকসবজি ২। অমলিন, বিমল ৩। উপায়হীন অবস্থা ৬। – গান এল মোর মনে ৮। নাম করা ৯। ছাত্র, পড়ুয়া

সমাধান : ৩৬৪

পাশাপাশি : ১। উষ্ণমণ্ডল ৪। গভীর ৬। পদ ৮। ফাবড়া ৯। আনন্দ ১১। নব ১৩। শবর ১৫। সংসাহস
উপর–নীচ : ১। উত্তাপ ২। মদ্য ৩। লগন ৫। রবিনন্দন ৭। দফানিকাশ ১০। তরস ১২। বয়স ১৪। খাস

কুসুমডইয়ে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে জমির ধান পুড়ে ছাই

বিশাল দাস, রামপুরহাট : বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুসুমডই গ্রামে দুষ্কৃতীদের ২০ শে নভেম্বর গভীর রাতে আগুনে ভস্মীভূত প্রায় ১০–১২ বিঘা জমির পাকা ধান, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা বলে দাবি চাষিদের।

ঘটনার পর রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন চাষিরা। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। ফলে এলাকায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। মাঠজুড়ে থাকা পাকা ফসল নিয়ে চাষিদের জমির ধান অসুরক্ষিত থাকার ভাবনার উদ্রেক হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। দগ্ধ ধানের স্তূপ এবং আগুনে নষ্ট হওয়া জমি পরিদর্শন করেন ধ্রুববাবু। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ধ্রুব সাহা বলেন, 'এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। গরিব চাষিদের সর্বনাশ করা হয়েছে। আমরা তাঁদের পাশে আছি এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।'

কজন গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দার কথায়,'আগুন লাগার এই ঘটনা পরিকল্পিত। পুলিশ যদি দোষীদের ধরতে না পারে, তবে ভবিষ্যতে আরও বড়ো ক্ষতি হতে পারে।'

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে অবরোধ

পার্থ কুশারী , ভাঙড় : ভাঙড়ের ভোজেরহাট ও তারদা এলাকার প্রধান সড়ক মেরামতের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, এলাকাবাসী বারবার প্রশাসন ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের জানালেও সুরাহা হয়নি।

বিশাল গর্তে ভরা এই রাস্তায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। পরিস্থিতি চরমে উঠতেই তারদা এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল হন শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলকাতা 'লেদার কমপ্লেক্স' থানার পুলিশ। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

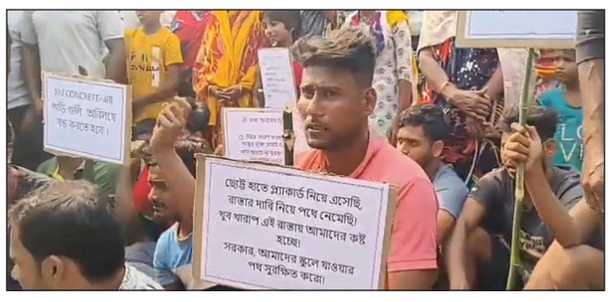

বার্ধক্য ভাতা বন্ধ, দুর্দশায় ডুবছেন ফকির দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত সাউথ গরিয়া গ্রামে রাস পাড়ার বাসিন্দা নব্বই বছর বয়সি ফকির দাস। তিনি বাম জমানায় বার্ধক্য ভাতা পেলেও কিন্তু হঠাৎ করে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তৃনমূল জমানায় বার্ধক্য ভাতাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই বার্ধক্য ভাতা হঠাৎ করে বন্ধ হওয়ার কারণ কি ফকির বাবু এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছেন না। ওই বয়সে এখনো পর্যন্ত রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। সংসারে দুই ছেলে থেকেও না থাকার মতো, তারা ওই বৃদ্ধ বাবাকে সামান্য কিছু সহযোগিতা করলেও তাতে সংসার চলে না। অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, ফকির বাবু।বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে জীবনের এই দুর্বল সময়ে তাদের সহায়তা করার জন্য সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সুযোগ –সুবিধা প্রদান করার জন্য কেউই এগিয়ে আসেনি। তিনি তাঁর বয়স এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে কোনো কাজ করতে পারছেন না। ফকির বাবু বলেন স্থানীয় প্রশাসন এবং সমাজসেবা অধিদফতরের কাছে আবেদন জানান যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই নাড়া পোড়ানোর কাজ চলছে 'শস্যগোলা'য়

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : আমন ধান খামারে উঠতে না উঠতেই খেতে নাড়া পোড়ানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।যাবতীয় দূষণবিধির উপেক্ষাকারী একশ্রেণির কৃষকের বেপরোয়া মনোভাবের কারণে সবুজ প্রকৃতি এই দুঃসহ পরিস্থিতির কবলে পড়েছে। ফসল কাটার পর খেতে নাড়া(ধানগাছের গোড়ার অবশিষ্টাংশ) পোড়ালে ধোঁয়ার কারণে পরিবেশ সাংঘাতিকভাবে দূষিত হয়।পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য এক্ষেত্রে কড়া আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে।তাই নাড়া পোড়ানোর কাজ নিষিদ্ধ এবং একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে গণ্য হয়।একাধিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ অংশে বেপরোয়া চাষিরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিভিন্ন খেতে নাড়া পুড়িয়ে চলেছেন। বিশেষ করে কালনা মহকুমা এলাকায় এই দৃশ্য বেশ প্রকট। একসময় কাস্তের সাহায্যে হাতে করেই ধান কাটার কাজ হত। যেকারণে ফসল কাটার পর মাটির ওপরে গোছের সামান্য অংশই অবশিষ্ট থাকত। যা পোড়ানোর প্রয়োজন হত না। পরবর্তী চাষের সময় এই গোছই মাটি ও জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে কার্যত জৈব সারে পরিণত হত এবং

চাষে তার সুফলও পেতেন কৃষকরা। কিন্তু,বর্তমানে সর্বত্র কৃষিমজুরের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে বহু জায়গাতেই মেশিনে(হারভেস্টার) ফসল কাটার কাজ চলছে। এই মেশিন মাটি থেকে কমবেশি ৬ ইঞ্চি গোছ রেখেই ফসল কাটতে পারে। ফলে খেতে বড়ো নাড়া বা গোছ থাকার কারণে চাষিদের কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা ভোগ করতে হয়। বিশেষ করে আলু চাষের ক্ষেত্রে, তাড়াতাড়ি জমি প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে, নাড়া পুড়িয়ে তড়িঘড়ি জমি প্রস্তুতের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।কালনার সিমলনের প্রবীণ কৃষক নেতা প্রভাত দাস বলেন, হারভেস্টার নির্মাতারা প্রযুক্তির কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে যদি যন্ত্রে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটাতেন যাতে মাটি সমান করেই ফসল কাটা সম্ভব হত। এর ফলে খেতের নাড়া পোড়ানোর আর প্রয়োজনই হত না। তবে,এর পাশাপাশি মাটির উর্বরতা রক্ষা সহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য চাষিদেরও যথাযথভাবে পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠতে হবে। রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলার অনেকাংশই এই বেআইনী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। ধান চাষের কথা উঠলেই সবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ খেতের মনভোলানো ছবি।জেলার চারটি মহকুমা এলাকাতেই ব্যাপকভাবে আমন ধানের চাষ হয়।একইসঙ্গে গোবিন্দভোগ ধানচাষের ক্ষেত্রেও এই জেলার নাম কার্যত প্রথম সারিতেই।এবারেও যার অন্যথা হয়নি।কিন্তু, এবারে অতিবর্ষণ সহ কীটপোকার আক্রমণের কারণে জেলাজুড়ে আমন চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জুলাই–আগস্ট মাসজুড়ে অতিবর্ষণজনিত কারণে এজেলার ১৩টি ব্লকের ৫৩টি পঞ্চায়েত, একটি পুরসভা সহ মোট ২০৫টি মৌজায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল প্রায় ২১০ হেক্টর বীজতলা। সেইসঙ্গে ৩৯৫৩ হেক্টর রোপণ করা আমন ধান সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।রায়না ১ এবং ২ নং ব্লক, খণ্ডঘোষ, জামালপুর, কেতুগ্রাম ১ নং ব্লক প্রভৃতি সবমিলিয়ে জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত আমন চাষির সংখ্যা ১২০৩৬জন। তবে, যাবতীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জেলায় আমনের ফলন দেখে মোটের ওপর খুশি চাষিরা।

১২ বছরেই বেহাল সেতু

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া: সেতু হল মানব সভ্যতার মেলবন্ধন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করার সুবিধা জন্যই মূলতঃ তৈরী করা হয় সেতু। এমনি এক সেতু হল হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত এই সেতু তৈরি করা হয় সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী রাজীব ব্যানার্জীর উদ্যোগে সেচ ও জলপথ বিভাগের দ্বারা সরস্বতী নদীর উপর নির্মিত মনি ঠাকুরের সেতু (ব্রীজ)। ঐ সেতুটি নির্মাণের পর ৩০.১১.২০১৩ তারিখে ঘটা করে উদ্বোধন করা হয়। ঐ দিন সেচ ও জলপথ বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়,শ্রী প্রসূন ব্যানার্জি (মাননীয় সংসদ) জানাব আবুল কাশেম মোল্লা,শ্রী শিতল সরদার (মাননীয় বিধায়ক) যা আজও সেতুর একধারে ফলকে লিপিবদ্ধ

রয়েছে। বর্তমানে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সেতুর বেহাল দশা যে সেতুর উপরে লোহার রড বেড়িয়ে পড়েছে। যদিও এই সেতু দিয়ে মুলতঃ ছোট গাড়ি এবং বহু মানুষ যাতায়াত করে কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের সকলের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সরস্বতী নদীর উপর নির্মিত মনি ঠাকুরের সেতুটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হোক নতুবা বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেতু সংস্কারের মধ্যে দিয়ে সকলের দাবি পূরণের কি ভূমিকা গ্রহণ করা হয়।

জনকল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে সাফাই অভিযান

রুমা খাতুন, রামপুরহাট: রামপুরহাট জনকল্যাণ ট্রাস্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে গত ২৩ শে নভেম্বর রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল সাফাই অভিযান। হাসপাতালের

বিভিন্ন ব্লকে রোগী ও তাদের পরিজনদের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলে এক বিশেষ কর্মসূচি।

স্বেচ্ছাসেবীরা আউটডোর, ইমার্জেন্সি, মাতৃমা ওয়ার্ড, ওয়ার্ড সংলগ্ন রাস্তা এবং হাসপাতালের সামগ্রিক চত্বরে আবর্জনা পরিষ্কার করেন। পাশাপাশি রোগী ও তাদের পরিজনদের হাতে দেওয়া হয় পরিচ্ছন্নতা সচেতনতার লিফলেটে উল্লেখ করা হয় হাসপাতাল এলাকা পরিষ্কার রাখার উপায়, সঠিক জায়গায় বর্জ্য ফেলার গুরুত্ব এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের করণীয়।

সংস্থার সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জানান, "হাসপাতাল হল মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা শুধু প্রশাসনের কাজ নয়–আমাদের সকলের দায়িত্ব। তাই জনকল্যাণ ট্রাস্ট এ ধরনের উদ্যোগ নিয়মিতই চালিয়ে যাবে। সংস্থার সদস্যরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করছেন।'' রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ পলাশ দাস এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, "হাসপাতাল পরিষ্কার থাকলে রোগী, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী–সবাই উপকৃত হন। জনকল্যাণ ট্রাস্টের এই সাফাই অভিযান সত্যিই প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগে আমরা পাশে থাকব।"

হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, স্বেচ্ছাসেবীদের এই উদ্যোগ রোগী–পরিজনদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এই সাফাই অভিযানের মাধ্যমে হাসপাতাল চত্বরে পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সমাজে স্বাস্থ্য–শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বে বলেই মনে করছেন সকলেই।

মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার

রবীন দাস, কাকদ্বীপে : বাংলাদেশের জেলে মৃত মৎস্যজীবী বাবুল দাসের দেহ ফিরলো কাকদ্বীপের বাড়িতে। বিভিন্ন আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে প্রায় ১২ দিন পর মঙ্গলবার গভীর রাতে দেহ বাড়িতে ফিরেছে। তবে পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে। বাবুল কানে কালা এবং বোবা। সেই সুযোগ নিয়ে থানার ভিতরে তাঁকে মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে। বাবুলের বাবার দাবি, তাঁর গায়ে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন, মারধর করা হয়েছে এটা স্পষ্ট। এমনকি একটা দাঁতও তুলে নেওয়া হয়েছে। তিনি সরকারের কাছে এই ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।অপরদিকে, বুধবার দিন সকালে কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ওই মৃত মৎস্যজীবী পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি পৌঁছে মৃত মৎস্যজীবীর পরিবারের পাশে থাকা আশ্বস্ত করেন ।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: রামপুরহাটে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হলেন দুই শ্রমিক আবু তালেব ও উজির হোসেন। তাদের একজনের পা ও অন্যজনের হাত সম্পূর্ণ উড়ে গিয়েছে এবং রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

২৬ নভেম্বর সকাল ৮.৩০ নাগাদ রামপুরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে একটি দোকানের সামনে লরি থেকে অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডারটি নামানোর সময় একটি সিলিন্ডার হাত ফসকে পড়ে গিয়ে এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সিলিন্ডারটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে একজনের পা এবং অন্যজনের হাত প্রায় ৫০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত অবস্থায় দুই জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ, তা জানতে ফরেন্সিক পরীক্ষা এবং শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্থানীয়দের বক্তব্য, মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বটগাছে ধাক্কা

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : ২৬ শে নভেম্বর ভোরে বাঁকুড়া–খাতড়া রাজ্য সড়কে হীড়বাঁধের রাঙামেটিয়া এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ছোটো চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা বটগাছে সজোরে ধাক্কা মারে এবং গাড়িতে থাকা দুই জন আহত হন। স্থানীয়রা খবর দিতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দু'জনকে উদ্ধার করে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। কী কারণে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লন্ডন, কানাডার বৃদ্ধবৃদ্ধারা শেষ জীবন কাটাতে চান ক্যানিংয়ে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত ক্যানিং শহর। ঐতিহাসিক ক্যানিং শহর পৃথিবীখ্যাত। নতুন ভাবে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এবার ভাসছে ক্যানিং শহরের নাম। দেশ বিদেশের বহু বৃদবৃদ্ধরা জীবন সায়াহ্নে 'ক্যানিং চাঁদমুনি আশ্রম' এ থেকে কাটাতে চায়।

ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। তিনি খুব ছোট বয়সেই বাবা–মা কে হারিয়েছেন। পিতৃ–মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত। সেই দুঃখ নিয়েই নিজেকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিলেন। এমন কি সেই দুঃখ ভুলতে সমাজ সেবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এছাড়াও কোন বাবা–মা যেন কষ্ট পায় সেই নিয়ে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। প্রতিনিয়ত দান–ধ্যান ছাড়াও মানুষের পাশে আর্থিক সাহায্য দিয়ে পাশে থাকতেন। এমত অবস্থায় বিগত কয়েক বছর আগেই কিছু বন্ধু বান্ধবকে সাথে নিয়ে ক্যানিংয়ের 'লর্ড ক্যানিং' এর বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় গড়ে তোলে একটি বৃদ্ধাশ্রম। বৃদ্ধাশ্রমের নামকরণ করেন 'ক্যানিং চাঁদমুনি বৃদ্ধাশ্রম'। সেখানে অসহায়, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত বাবা–মায়েদের বুকে আগলে রেখে স্থান দেন স্থায়ীভাবেই। শুধু স্থান দেওয়া নয়। তাঁরা যাতে শেষ জীবনটা সুখস্বাচ্ছন্দে কাটাতে পারেন তারও ব্যবস্থা করেন বিধায়ক পরেশরাম দাস।

বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকদের যে ভাবে দেখভাল করা হয়, তা যে কোনও পাঁচতারা হোটেলের পরিষেবাকে হার মানাবে। সারা বছরই আবাসিকবদের নিয়ে পুজো–পার্বণ, জন্মদিন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আশ্রমে পালিত হয়। এছাড়াও আবাসিকদের শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য রয়েছে বিশেষ এক চিকিৎসক দল। প্রতি মাসে আবাসিকদের শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। যাতে তাঁরা সবসময় সুস্থ এবং হাসি মুখে থাকেন।

ক্যানিংয়ের এই চাঁদমুনি আশ্রমের ছবি এবং ভিডিও ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যা দেখে বিদেশের নিপীড়িত লাঞ্ছিত বাবা–মায়েরা ক্যানিংয়ের এই আশ্রমে শেষ জীবন কাটাতে চেয়ে ফোনে যোগাযোগ করছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষের সাথে। ফলে 'চাঁদমুনি আশ্রম' যে আন্তর্জাতিক আঙিনায় পা রেখেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আশ্রম কর্তৃক্ষের দাবি এ সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়েছে একমাত্র বিধায়ক পরেশরাম দাসের জন্য। কারণ, ক্যানিংয়ের ফুটবল টুর্ণামেন্টেকে আন্তর্জাতিক দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। গত কয়েক বছর আগে 'ক্যানিং এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও 'ক্যানিং এমএলএ গোল্ড ম্যারাথন দৌড় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। গত ২০২৪ এ এই ম্যারাথন দৌড়ে আর্জেন্টিনা থেকে ৭ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এবার চাঁদমুনি বৃদ্ধাশ্রমে শেষ জীবন কাটাতে চেয়ে লন্ডন, বাংলাদেশ এবং কানাডা থেকে একাধিক ব্যক্তি ফোন করেছেন। তাদের মতে ভারতের তথা গোটা বিশ্বের কোনও আশ্রমে বয়স্কদের যে এই ভাবেও দেখাশোনা করা হয় তা তারা কোনও দিন ভাবতে পারে নি। সেক্ষেত্রে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের সৌজন্যে ক্যানিংয়ের মুকুটে আরো একটি আন্তর্জাতিক পালক যুক্ত হল তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জোতদার কৃষক সংঘর্ষের তদন্ত রিপোর্ট

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত সংখ্যায় বাসন্তিতে জোতদার কৃষক সংঘর্ষ। ২ জন গুরুতর আহত ৬ জন গ্রেপ্তার শিরোনামা সংবাদে যে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে সদর মহকুমা শাসক মিঃ পি, কে, ঘোষ আমাদের প্রতিনিধিকে জানান তিনি এবং ডি, এস, পি ক্রাইম মিঃ ব্যানার্জি ঘটনাটি ঘটার ৪ দিন পড়ে অর্থাৎ ২০ তারিখে সরেজমিনে তদন্ত করেন। তদন্তকালীন সময়ে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শোনার পর যে ধারণা তাদের জন্মেছে তা থেকে এটি পরিস্কার পুলিশ বিবাদমান দুই গোষ্ঠিকে নিরস্ত্র করতে এবং খুনো খুনীর ঘটনা বন্ধ করতে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। পুলিশ। কাউকেই বেয়নট চার্জ করেনি। আহত ব্যক্তিরা পরস্পরের আঘাতেই জখম হয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য ঐ অঞ্চলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার সকল রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১০ম বর্ষ, ২৯ নভেম্বর ১৯৭৫, শনিবার, ০৪ সংখ্যা

বিএলও হাসপাতালে, দুর্ব্যহারের দায়ে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, তাপাসপুর : চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের তাপাসপুর গ্রামের ২৭৮নং পার্টের বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) জগন্নাথ গড়াই ২৫ নভেম্বর এসআইআর–র ফর্ম জমা নেওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বর্তমানে দুবরাজপুর মনিমহেশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরিবারের দাবি কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছে জগন্নাথ গড়াই। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের আদমপুর গ্রামে এসআইআর ফর্ম আগে দিতে হবে – এই দাবিতে ১৪৮নং পার্টের বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) কেশব ঘোষকে চড় থাপ্পর মারার অভিযোগে কালা খান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

২৫ নভেম্বর দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

ভোটার কার্ড থাকলেও এনুমারেশন ফর্ম পাননি মথুরাপুরের দম্পতি

অরিজিৎ মন্ডল, মথুরাপুর: এস আই আর প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর ১ নং ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামের ১১ নং বুথের ঘটনা, ঝন্টু হালদার ও স্ত্রী শিখা হালদার এনুমেরেশন ফর্ম না পাওয়ায় আতঙ্কিত দম্পতি ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও ভোটার তালিকায় নাম নেই দুজনের, এরই জেরে ঝন্টু হালদার অসুস্থ হয়ে পড়েন।

আর এই ঘটনাই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার বলেন, আমাদের ব্লকে এরকম একাধিক অভিযোগ পেয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা করে নির্বাচন কমিশনের দিয়েই এই নাম বাতিল করাচ্ছে। যদি কোন বৈধ ভোটারের নাম বাতিল হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।

অন্যদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব জানান, কেন সাধারণ মানুষ এনুমেরেশন ফর্ম পাবেনা? আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হব।

অবশ্য এই ঘটনায় ওই বুথের বিএলও সাধুরাম সর্দারের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি কোন সদ উত্তর দিতে পারেননি।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০৬ সংখ্যা, ২৯ নভেম্বর – ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৫

জয় হিন্দ্–বন্দেমাতরম্ এবারেও ব্রাত্য সংসদে

ব্রিটিশ সাহেবরা জয় হিন্দ ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনলে ক্ষেপে যেতেন, আতঙ্কিত হতেন। সাদা চামড়ার সেই সব সাহেবরা চলে গেছে নিজেদের দেশে। সারাদেশেই এই দুটি উচ্চারণ মর্যাদা পেয়েছে, হয়েছে দেশপ্রেমের সমার্থক। সামরিক বাহিনীতে জয় হিন্দ অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উচ্চারিত হয় জওয়ানদের মুখে। বন্দেমাতরম রচনার দেড়শ বছর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়েছে। এমন আবহাওয়াতেই সম্প্রতি রাজ্যসভা এক ফরমান জারি হয়েছে। রুটিন মাফিক প্রতিবছরই ফরমান নবীকরণ করা হয়। আগামী সোমবার শীতকালীন অধিবেশনে প্রযোজ্য হবে এই নির্দেশনামা। রাজ্যসভার ভাষণে বক্তারা জয় হিন্দ্, বন্দেমাতরম্, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ইত্যাদি উচ্চারণ করে সময় নষ্ট না করেন, তাই এই ফতোয়া জারি হয়েছে।

জয় হিন্দ্, বন্দেমাতরম্, ভারত মাতা কি জয়, ইনকিলাব জিন্দাবাদ সবকটি স্লোগান স্বাধীনতা আন্দোলনের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। বহু শহীদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে এমন স্লোগান উচ্চারণ করেছেন। নির্দেশ নামায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে জয় হিন্দ ও বন্দেমাতারম্ এই দুটি স্লোগানের কথা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এমন শক্তিশালী স্লোগানকে আইন সভায় গুরুত্বহীন করার নেপথ্যে কি কারণ থাকতে পারে তা অবশ্যই দেশবাসীর সামনে প্রকাশ্যে আসা প্রয়োজন।

সম্প্রতি নতুন উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণ দক্ষিণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী মথুরালিঙ্গম থেবরের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে জানান নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাও তিনি মনে করেন না। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে এই নির্দেশনামা কোন ভুল বার্তা বহন করবে না তো? কিংবা তার ভাবমূর্তি খর্ব করতে কোন আমলা স্তরে এমন ভাবনা চিন্তা হয়নি তো? এই ভাবনা পক্ষ–বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কোন কোন অন্দরমহলে বিষয় হয়েছে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সংবিধান দিবসের দিনেই প্রকাশিত এমন ফতোয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে বহু মানুষ জয় হিন্দ্ বন্দেমাতরম্ নিয়ে এমন ফতোয়ায় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছেন এবং দেশবিরোধী এমন ফতোয়া বাতিলের দাবি করছেন। দিল্লিতে কংগ্রেস দলও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাজ্য সভার এমন অভাবনীয় নির্দেশনামা জারি করায়।

এ রাজ্যের বিজেপির তরফ থেকে কোন সরকারি ভাষ্য না থাকলেও কোন কোন ব্যক্তি এই নির্দেশনামা বাতিলের দাবি করতে পারেননি। বামপন্থী দলগুলির তরফে এখনও কোন প্রতিক্রিয়া এ বিষয়ে জানা যায়নি। অধিকাংশ দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদের দাবিদার রাজনৈতিক দলগুলির তরফে এমন শীতল আচরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর। জয় হিন্দ্ ও বন্দেমাতরম্ স্লোগানকে খোদ আইনসভায় প্রতিবছর অপমান করার এমন ফতোয়া অবিলম্বে সংশোধিত হোক। অত্যন্ত অপমান ও লজ্জার এমন ধরনের মানসিকতা। অজস্র স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহীদদের প্রতি ক্ষমা চেয়ে আজও সোচ্চারে উচ্চারিত হোক জয় হিন্দ্–বন্দেমাতরম্।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

কারণ আত্মসূর্য্যের উদয়ে সেই দেহরাজ্য আলোকিত থাকে, চক্ষু হ"ল সেই রাজ্যের জানালা। রাজ্যের পথ সমূহ হল হাত, আর চরণ হল বনভূমি। দেহের অসংখ্য লোম গুল্ম–লতা তুল্য, ইন্দ্রিয় হল নদী, মস্তক হল ক্রীড়া–পর্বত। কপাল হল পল্লব এবং ঠোঁট পুষ্প। মুখমণ্ডল নগরের উদ্যান, গাল হল বিহারভূমি। বক্ষস্থল সরোবর, কাঁধকে তুমি পর্বত বলতে পার। উদররূপ ধনাগারে অন্নাদি ধন নিক্ষিপ্ত হয়। এই নগরীর নয়টি দরজা দিয়ে প্রাণরূপ নাগরিক যাতায়াত করে। কানের গহ্বর সেই নগরীর কূপ, চিত্তরূপ চঞ্চল নারীর লাস্যে নগরী রোমাঞ্চিত হয়। বুদ্ধিবৃক্ষের শাখায় আবদ্ধ বানরেরা সদা চঞ্চল, কর্মব্যস্ত। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই সব জানেন, তাই তিনি দেহরাজ্যের সব অবস্থাতে বিচলিত হন না, বরং কৌতুক অনুভব করেন। তাই তিনি সুখী। এই দেহরাজ্যের বিনাশেও জ্ঞানী কোন বিনাশ বোধ করেন না। ভক্তি–মুক্তি আস্বাদের উদ্দেশ্যে এই দেহকে রথ গণ্য ক"রে তিনি তাতে আরোহণ ক"রে সংসার বিহার করেন। অমরাবতীতে দেবরাজ ইন্দ্রের দেবলোক বিহারের মত জ্ঞানী পুরুষ দেহনগরীতে সাম্রাজ্য সুখ ভোগ করেন। তিনি মনরূপ দুষ্ট অশ্বকে বিষয়ভোগে নিযুক্ত করেন না, লোভবৃক্ষের ফলভোগেচ্ছু কোন অধার্মিক অপাত্রে তিনি বিবেকরূপ কন্যা সম্প্রদান করেন না। সর্বদা সর্বত্র তিনি পরমাত্মার উপস্থিতি দর্শন করেন, তাই এমন তত্ত্ববেত্তা সর্বদা তীর্থস্নাত পবিত্র থাকেন। চিত্তকে জয় করেছেন, তাই তিনি পরম সৌভাগ্যশালী। তত্ত্ববিদ সেই পুরুষ আমার নমস্য। বশিষ্ঠ বললেন, ইন্দ্রিয়–শত্রুকে জয় করা খুবই কষ্টকর। ইন্দ্রিয় সমূহ যেন মত্তহস্তীতুল্য শক্তিধর, শকুনের মত বিষয়–বর্জ্য বিলাসী, আশা–অস্ত্রে সজ্জিত। দেহের আশ্রয় লাভ ক"রে সেগুলি বিষয়–আমিষ লালসায় সর্বদা অস্থির। বিবেকী পুরুষই পারেন এমন প্রবল ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুকে দমন করতে। বিবেকধনে ধনী পুরুষ কোন সুখে যত সুখী থাকেন, পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বরও তার কণামাত্র সুখ আস্বাদন করতে পারে না। তত্ত্বাভ্যাসে অনাভ্যাসী ব্যক্তির অন্তরে ক্রমাগত বাসনার বৃদ্ধি পায়, তাই সেই ব্যক্তি ইতর জীবনে আবদ্ধ থাকে। বিবেকসম্পন্ন পুরুষ ইন্দ্রিয়কে শাসনে দমন করেন, তাই তিনি রাজা, জীব ও জগতের লালন ক"রে তিনি সকলের মাতৃস্বরূপ, পালন ক"রে তিনি পিতা হন। মনীষিবর্গের তিনি বন্ধু। মন যদি আত্মায় নিষ্ঠাবান, শুভকর্মে উদ্যোগী, শুভেচ্ছায় সুমন্ত্রণা দাতা হয়, তবে সেই মন বিবেক নামে পরিচিত হয়। ঐ মনকে আত্মারূপে পূজা করলে সে আত্মস্বরূপস্থ হয়ে যায়। হে রাম।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

একজন অনুপ্রেরণা

বাবা ঋণ নিয়ে চালিয়েছিলেন তার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া, প্রতিদিন ৮ কিমি সাইকেল চালিয়ে যেতেন কোচিংয়ে, এটাই ISRO-র বিজ্ঞানী শিল্পী সোনির অনুপ্রেরণাদায়ক যাত্রা, বর্তমানে তিনি GSAT-22 ও GSAT-23 কমিউনিকেশন পেলোডের প্রজেক্ট ডিরেক্টর

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

পর্ষদে ঘোর অমাবস্যা

কালী পুজো, দীপাবলি, ছট পুজো জুড়ে দীর্ঘ ঘুমে চলে গেল রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। আগে বছরে ২–১ বার ডেসিবেল টেসিবেল নিয়ে খেলা করতে দেখা যেত পর্ষদ কর্তাদের। এখন তারা কোমায়। পুলিশ তাই শুধু মহেশতলা, বজবজ থেকে ৩৭টি তল্লাসিতে ১৫০০ কেজি শব্দ বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে। ধরেছে ৪০ জনকে। আর যা ফেটেছে! সে শব্দ দৈত্যের রূপ তো ভয়ঙ্কর। মোট পরিমাণ ভাবলে হৃদয়ে কাঁপুনি ধরে। তবে শব্দ দানবের ভয়ে পর্ষদের ঘুম আর ভাঙবে বলে মনে হয় বা এই ঘুমের সুযোগে রক্তবীজের মত শব্দ দানব দাপিয়ে বেড়াবে বাংলার কোনায় কোনায়। এটাই তো বেআইনি বাজি তৈরির উপযুক্ত সময়।

এস আর

পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন বা এস আই আর যেখানে দিতে হচ্ছে ২০০২ সালে হওয়া শেষ এস আই আর–এর তথ্য। তবে অনেকের কাছে এটা হয়ে উঠেছে এস আর অর্থাৎ স্মৃতি রোমন্থন। ২০০২–এর ভোটার তালিকার সূত্র ধরে মানুষ ফিরে পাচ্ছে তাদের হারিয়ে যাওয়া বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজনকে। তাঁদের স্মৃতি নাড়া দিয়ে যাচ্ছে আবেগকে। নির্বাচনের দৌলতে ফিরে এসেছে পারিবারিক ইতিহাস, হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি। বিভ্রান্তি, গুজব, আশঙ্কা যাই থাকুক অন্তত এইজন্য অনেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনকে।

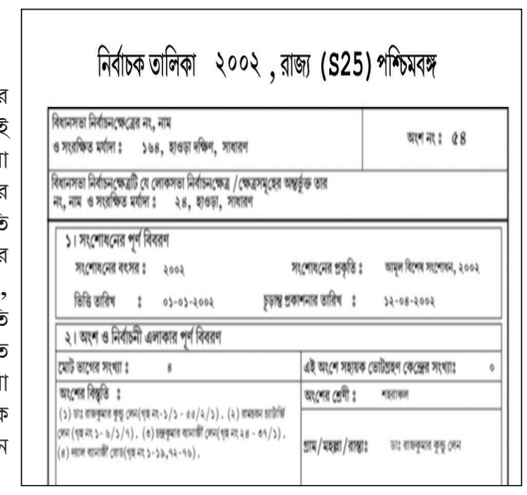

বিএলও বিভ্রাট

এ রাজ্যে এসআইআর শুরু হয়েছে কিছু আত্মহত্যা ও মৃত্যুর প্রচারের মধ্যে দিয়ে। মূলত প্রচার ছিল নির্বাচন কমিশনের হঠকারী সিদ্ধান্তে আতঙ্কে মরণের শরণাপন্ন হচ্ছে বাংলার মানুষ। এরপরের এপিসোড বিএলও মৃত্যু। এক বিএলও নাকি এসআইআর–এর কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। একজন আবার পায়ের ব্যাথার কারণে রাস্তায় বসে পড়েছেন ফর্ম নিয়ে। এক মহিলা বিএলও ফর্মের বোঝা বইতে না পেরে তার স্বামীকে সপে দিয়েছেন সরকারি কাজ। বহু অভিযোগ আসছে বিএলও–শাসক যোগের। এককালের সুঠাম বাঙালি কি শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার শিকার! তাহলে আগামী লড়াই লড়বে কিভাবে।

বদলে বিপদ

দেশে রাজনৈতিক দলবদল অনেক হয়েছে। বর্তমানেও হচ্ছে ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু কেই বা পারে বাংলার মত। দলবদলে দেশে রেকর্ড করল পশ্চিমবঙ্গ। এই প্রথম অবৈধ দলবদলে খারিজ হয়ে গেল বিধায়ক পদ। প্রশ্ন উঠে গেল স্পিকারের দেওয়া সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে। যিনি রেকর্ড করলেন তিনি হলেন সেই মুকুল যে মুকুল অঙ্কুরিত হয়েছিল কংগ্রেসে, ফুটেছিল তৃণমূলে, ঝরে গেল বিজেপিতে। ঠিক ধরেছেন, মুকুল রায় যাকে অনেকে আদিখ্যেতা করে বাংলার চাণক্য বলে ডাকতেন। আজ তিনি অসুস্থ। অনেকে বলছেন, তবু তো যাবার আগে একটা রেকর্ড উপহার দিয়ে গেলেন বাংলাকে!

জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ: ঘুমন্ত সিংহের কাটাকুটির ছকবাজি

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার পঞ্চম কিস্তি...

গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। শুধু অনেক নয়। অনেক, অনেক, অনেক জল অনর্গল বয়েই চলেছে। জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদের বুক চিরে। কুল কুল করে। অবিরাম গৌরবের স্রোতস্বিনী হয়ে।

আরে কি যেন শুনলাম কথাটা। গৌরবের? হ্যাঁ ঠিকই গৌরবের। যথার্থই গৌরবের। রাজা সুরথের পদাঙ্কিত এই গঙ্গা অববাহিকার পবিত্র দ্বিখণ্ড ভূমির প্রতিটি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে যে গৌরবের মহিমান্বিত কার্পেট আজও পাতা রয়েছে বহুল চর্চিত পরিভাষায়। কি জঙ্গিপুরের কিই বা মুর্শিদাবাদের। সে যেন গৌরব উপকথার সার্থক দুই শুকসারী। দুই বা বলি কি করে? বরং নিঃসংকোচে বলা যেতেই পারে, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ দুই টুকরো ধরিত্রী নয়। এ যেন দুইয়ের মধ্যে এক অনন্য যোগসূত্রের। কি চরিত্রে। কি সংস্কৃতিতে। কি জীবনধারায়। কি পরিচয়ে। কি ঔদার্যে। কি অবস্থানে।

তবু এই দ্বিজ হরিহর আত্মার ভূমে রয়ে গেছে দুই পৃথক প্রশাসনিক নগরী। তাই ভারতীয় নির্বাচন কমিশনও বা বাদ যায় কেন। তারাও করলো ফালাফালি। চেরাচেরি। সুতরাং গণতান্ত্রিক জঠরে এখানে জন্ম নিল পাশাপাশি দুটি লোকসভা কেন্দ্র। প্রথমটি যদি তাহলে জঙ্গিপুর হয় তবে অপরটি অবশ্যই যে মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদ জেলার খুব যে হাই প্রোফাইল এলাকা তা কিন্তু মোটেও নয়। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে এখানে আমআদমির মধ্যে ভারতীয় সংখ্যালঘুরাই স্থানীয় ভাবে সংখ্যাগুরু। অর্থাৎ এটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে চির পরিচিত। ফলে ভোটের হাটে বাজারে এ হেন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রটি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর যোগ বিয়োগের শতকরা হিসেবের অন্ত নেই। উদ্দেশ্য একটাই, যেনতেন প্রকারেণ সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের পক্ষে চাহিয়েই চাহিয়ে। নিদেন পক্ষে প্রাপ্তি যোগ্যের অবকাশ না থাকলে এখানকার ভোটে ডিভাইড এন্ড রুল"এর সাপলুডোর কাটাকুটি তো খেলা যেতেই পারে। তাই না?

সে যাক। ভোটের কথা মনে এলে জঙ্গিপুর কিন্তু অন্য একটি আঙ্গিক থেকে প্রকৃতই ঐতিহ্যময়। যা রাজ্যের বাকি একচল্লিশটা লোকসভা কেন্দ্র সেই গরিমা আজও বহণ করতে অসমর্থই রয়ে গেছে। আসলে জঙ্গিপুরের সঙ্গে নয়া দিল্লির রাইসিনা হিলে অবস্থিত দেশের প্রথম নাগরিকের বাসভবণের এক নিবিড় স্বতন্ত্র সংযোগ রয়ে গিয়েছে। বিষয়টি না হয় খুলেই বলি। এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে ২০০৪ সালে প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রথম ভোটে জিতে পার্লামেন্টের সদস্য হোন। ২০০৯ সালেও একই লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি কংগ্রেসের টিকিটে জিত হাসিল করেন। এরপরেই ভারতের ইতিহাসের খাতায় জঙ্গিপুর অনায়াসে অনুপ্রবেশ করে ফেলে রাষ্ট্রপতির গ্ল্যামারাস অধ্যায়কে বগলদাবা করে। কারণ ২০০৯ সালে সেখান থেকে জেতার পর একজন সাংসদ থাকাকালীন প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বিবেচিত হোন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তারপর সবটাই এক বর্ণময় অধ্যায়। জঙ্গিপুরের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং ১৩তম ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায় ২০১২ সালের ২৫ জুলাই শপথ গ্রহণ করেন। এ যাবৎ স্বর্গীয় প্রণব মুখোপাধ্যায় হলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে একক এবং একমাত্র রাষ্ট্রপতি ভবণের বাঙালি বাসিন্দা হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তবে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটি আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই মনে পড়ে যায় বাংলার নবাবী আমলের কথা। যেখানে দেশের ইতিহাস থমকে যায়। এই ভূমেই স্বাধীনতার সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবে যায় দুশো বছরের গ্লানির ইজারাকে পুঁজি করে। এই লোকসভা এলাকায় প্রায় ৬৬% বসবাসকারী মানুষ হলেন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। আবার এখানকার গণদেবতাদের মধ্যে শিক্ষার হার হচ্ছে ৫৮.৫৬%।

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোট হতে কিন্তু খুব বেশি দেরি নেই। কারণ চলতি বিধানসভার মেয়াদ মেরেকেটে অতিরিক্ত আর সাত মাস। এসআইআরয়ের কাজ বাংলায় সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হবার পরেই যে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাশিত ভাবে নির্বাচনী যুদ্ধ যুদ্ধ অফিসিয়াল মরশুম আরম্ভ হয়ে যাবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ এই দুটি লোকসভার ভিতরে যে সমস্ত বিধানসভা আসন রয়েছে গেছে সেগুলো কিন্তু আদতে সংখ্যালঘুদের একটা সমবেত মর্জির উপর অধিকাংশ সময়ে নির্ভর করে আসছে। এখানকার ভোটদাতারা আসলে বড্ড বেশি রক্ষণশীল ও ইউনাইটেড। এই দৃষ্টান্তের প্রবণতা অবশ্য রাজ্যের অন্যান্য সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত ভোট কেন্দ্রে দেখা মেলা ভার। এখানকার ভোটদান পর্ব কাগজে কলমে না হলেও অনেকটাই ধর্মীয় মতামত নির্ভর ইস্যুতে পরিণত হয়ে আসছে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক সময়ধারার মাধ্যমে।

আগত বিধানসভা ভোটের লড়াইটা কিন্তু এবার মূলতঃ হতে চলেছে তৃণমূল বনাম বিজেপির মধ্যে। একসময়ে এই দুই লোকসভা অঞ্চলের বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে কংগ্রেস এবং বামেদের ভিত্তি ছিল প্রশ্নাতীত ভাবে দুর্দমনীয়। অথচ আজ দুটি দলই প্রায় এখানে অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে। মুখে স্বীকার না করলেও বাস্তবতার প্রখরতায় বিজেপি বিলক্ষণ জানে, এখানকার বিধানসভার আসনগুলোতে একচেটিয়া ক্ষমতা লাভের স্থিতু অবস্থা লাভ করার বাসনা অনেকটাই তাদের কাছে জলের উপর আলপনা আঁকা প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তারা এখানে তৃণমূলের একচ্ছত্র সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে কিভাবে নানান মুসলিম ড্যামি ভোট প্রার্থী গুঁজে দিয়ে বড় ফাটল ধরাতে পারে, তাই নিয়েই তলে তলে চালাচ্ছে এখন বহুবিধ অবিশ্বাস্য রসায়নের পরীক্ষা নিরীক্ষা। তাই বলে তৃণমূলও তাঁদের বর্তমান ঘাঁটি নিয়ে নিশ্চিন্তে চুপ করে বসে নেই। সবুজ থিঙ্ক ট্যাঙ্কও ঠারেঠোরে মেনে নিয়েছে, আগামী ভোটেও তাদের রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকার সম্ভবনা প্রবল সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে। ফলে সেই ভোট–রক্তালপ্তার ঘাটতি কিন্তু তাদের মেটাতেই হবে বাই হুক এন্ড কুক এই দুই দুধেল গাইয়ের চরা ভূমিতে। ফলে ঘাস শিবির যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খেতেও প্রস্তুত মানসিকতায় সর্বস্তরে এখানে ম্যানেজ ম্যানেজ খেলায় এখনই নেমে পড়েছে একেবারে খেলা হবে খেলা হবে ফুরফুরে মেজাজে।

১৯৭৭ সাল থেকে জঙ্গিপুর লোকসভার ভোটারেরা সিপিএমকে উড়াজ করে সমর্থন করেছিল। তবে মাঝে ১৯৯৬ সালে ছন্দপতন ঘটে সিপিএমের। তখন কংগ্রেস এই আসনটি ছিনিয়ে নেয় সিপিএমের থেকে। ২০০৪ ও ২০০৯ সালে কংগ্রেসের জয় এখানে ছিল অপ্রতিরোধ্য। ২০১২ সালে সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এরপর ২০১২ সালের উপনির্বাচন সহ ২০১৪ সালে জঙ্গিপুর কিন্তু কংগ্রেসের গলায় বিজয় মাল্য পরিয়ে ছিল। তারপর? পরপর দুইবার ২০১৯ ও ২০২৪ সালে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল চুটিয়ে সবুজ রসগোল্লা বিলিয়ে ছিল সিপিএম ও তৃণমূলের পাশা উল্টে দিয়ে। তবে উল্লেখ এটাই সর্বশেষ লোকসভা ভোটে বিজেপির ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা সবাইকে চমকে দিয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। তাদের ঝুলিতে জমা পড়ে ২৮.৮৮% ভোট। অর্থাৎ ৩,৪০,৮১৩ জন মানুষের জনসমর্থন কুড়িয়ে নিয়েছিল জঙ্গিপুরের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা থেকে। যা বহু ভোট কুশলীকেই হতভম্ব করে দিয়েছিল তখন। আবার ২০১৯ সালেও বিজেপির উত্থান ছিল কংগ্রেস–সিপিএমকে পিছনে ফেলে একেবারে দ্বিতীয় স্থানে। ২০২৪ সালে এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ১৮,০৫,৩৬০জন। এখানে তৃণমূল পায় ৫,৪৪,৪২৭টি ভোট। সুতরাং ৩৯.৭৫% ভোট সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও হাত চিহ্নে ৩১.২৩% ভোট মজুত হয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষে ৪২৭৭৯০ জন মানুষের আশীর্বাদ থাকায়। ফলে এখানে ঘাসফুল জেতে ১,১৬,৬৩৭টি অধিক ভোটের পার্থক্যে।

কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল এখানে কোনও বিরোধীকে একটি দাঁতও ফোটাতে দেয়নি। এখানকার সাতটি আসনের মধ্যে সাতটিতেই যথা সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, নবগ্রাম এবং খড়গ্রামে টিএমসি জয় হো জয় হো গান গেয়েছে দাপটের সঙ্গে। তবে তৃণমূল বিধায়কের আচমকা মৃত্যু ঘটলে ২০২৩ সালে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী সাগরদিঘির উপনির্বাচনে জিত মুঠো বন্দি করে। কিন্তু রাজনীতির পাশা খেলায় উপনির্বাচনে জেতা সেই কংগ্রেস বিধায়ক আবার দলবদলের মাধ্যমে মানুষের সেবা করতে চেয়ে তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরেন কি অদ্ভুত পরিতৃপ্তিতে।

অবশেষে ২০২১ সালের নবান্ন সিপিএম প্রার্থী। সেখানে তৃণমূল পেয়ে যায় ৬,৮২,৪৪২টি ভোটারের হাতযশ বলতে ৪৪.২৭% ভোট। অঙ্কের হিসেবে তাই এই সিটে তৃণমূল বিজয়ী হয় ১,৬৪,২১৫ ভোট ফারাকের সুবাদে।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এই লোকসভার অভ্যন্তরে সবচেয়ে বড় চমক ছিল মুর্শিদাবাদ বিধানসভা আসনে বিজেপির জয়লাভ। মুর্শিদাবাদ বরাবরই সংখ্যালঘুদের সংখ্যাধিক্য অঞ্চল হিসেবে সুবিদিত। ঠিক সেই আসনেই গেরুয়া ঝড় বিপক্ষ শিবিরকে এভাবে কচুকাটা করবে তা অনেকেই আগাম ভাবতেই পারেননি। যদিও বাকি ছয়টি আসন বলতে ভগবানগোলা, রানিনগর, হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গি এবং করিমপুরে তৃণমূলের জয়জয়কার ছিল দেখার মতো। তথ্যভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গেলে অবশ্যই বলতে হয় গত বিধানসভা

মুষ্ঠিবদ্ধ করার দাবিতে সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, নবগ্রাম এবং খড়গ্রাম আসনে তৃণমূল বিজয়ের তুমুল একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছিল বিরোধীদের সঙ্গে ব্যাপক ফারাক ঘটিয়ে। ওই আসনগুলোতে তারা বিরোধী পক্ষকে যথাক্রমে ৭০,৭০১, ৯২,৪৮০, ৯৮,৩১৩, ৫০,২০৬, ৬০,৭০৭, ৩৫,৫৩৩ আর ৩২,৫৭৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে।

জঙ্গিপুরের মতো মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটিও একদা ছিল সিপিএমের দুর্ভেদ্য লাল দূর্গ। শুরুটা সেই ষাটের দশক। সেই থেকে টানা ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ তার সাংসদ বেছে নিয়েছিল সিপিএম থেকে। কিন্তু বিধি বাম হয়েই উঠলো ২০০৪ ও ২০০৯ সাল। এই দুই ক্ষেত্রেই কংগ্রেস হারিয়ে দেয় সিপিএমকে। কিন্তু ২০১৪ সালে সিপিএম ফের ফিরে পায় তাদের হারিয়ে যাওয়া আসন মুর্শিদাবাদকে। কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সেই জয় বেশি দিন ভাগ্যে সইলো না। এরপর রাজ্যের শাসক তৃণমূলের পূর্ণ গ্রাসে চলে যায় এই কেন্দ্রটি পরপর দুই দুইবার ২০১৯ সহ ২০২৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে। গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৮,৮৮,০৯৭। এর ৩৩.৬২% শতাংশ মানে ৫,১৮,২২৭টি ভোট পায় নির্বাচনী ময়দানে ২,৪৯১টি অতিরিক্ত ভোট পেয়ে যাওয়ায় মুর্শিদাবাদ আসনে পদ্মফুল ফুটেছে নির্দ্বিধায়। অন্যদিকে ভগবানগোলা, রানিনগর, হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গি এবং করিমপুরে তৃণমূল জিতে যায় সংখ্যানুক্রমে ১,০৬,০০৮, ৭৯,৭০২, ১৪,০৬৬, ৪৭,২২৯, ৭৯,২৭৬ এবং ২৩,৫৭৫টি অতিরিক্ত ভোট প্রাপ্তির কারণে।

এই পরিসংখ্যানের কানাগলিতে ঘুরঘুর করলে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা এলাকার বিধানসভা ভিত্তিক যে ছবিটা উঠে আসে তাতে একটা ইকুয়েশন পরিস্কার, এইসব এলাকায় শুধু কংগ্রেসের আবছা সাইনবোর্ড অধুনা টাঙানো নেই। সিপিএমও এসব এলাকায় এখন তাদের অতীতের হারিয়ে যাওয়া করুণার ছায়া মাত্র। সুতরাং এটাই নিরপেক্ষ যে, আগামী ছাব্বিশের নীল সাদা বাড়ির মসনদ দখলের পাঞ্জা লড়াইয়ে অন্তত এখান থেকে ফুল ফর্মের অ্যাডভান্টেজে রয়েছে ঘাসফুল প্রেমীরা। তবে এখানে কিন্তু ঘুমন্ত সিংহ শাবকও রয়েছে। যেটি আবার কমল কুঁড়ির একান্ত নিঃশব্দ সেবক লুকিয়ে চুরিয়ে। এখন সেই নয়া শাবক তো আবার ভোট কাটাকুটির গোপন দোস্ত খুঁজতে মরিয়া। বাইরে শত্রু অন্তরে বন্ধু ফর্মুলায়। তাহলে ছকবাজিটা বুঝতে পারছেন তো?

উত্তরের আঙিনায়

দুর্গতদের ত্রাণ কার্যে সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া– উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছিল এবং যে সমস্ত এলাকা ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয়। সেখানে যারা অসামান্য পরিশ্রম করে– দুর্গত মানুষদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেবা করেছেন। নাগরাকাটা ব্লক প্রশাসন,তার জন্য ১৬ জনকে পুরস্কৃত করল। উল্লেখ্য, এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে– নিজেদেরকে বাজি রেখে দুর্গত মানুষদের পাশে যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন সরকারি আধিকারিক, সমাজসেবী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ।শুক্রবার দিন বিডিও অফিসে, প্রত্যেকের হাতে স্মারকপত্র –সহ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে উক্ত এলাকার বিডিও জয়প্রকাশ মন্ডল বলেন, মানুষ মানুষেরই জন্য এই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে দুর্গত মানুষের জন্য যেভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা কল্পনাতীত এবং তাদের মানবকল্যাণমূলক কাজকর্মের ভুয়সী প্রশংসা করেন।

শিলিগুড়ি চলচ্চিত্র উৎসব

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ঋত্বিক ঘটক ও সলিল চৌধুরী দুই কিংবদন্তি শিল্পীদের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধা জানাতে ও স্মরণীয় করতে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির স্থানীয় দীনবন্ধু মঞ্চে ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হল ২২ তম শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। শেষ হল ২৩ নভেম্বর। চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা করেছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব ও সহ পরিচালক সুদেষ্ণা রায়। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঋত্বিক শতবর্ষে উদযাপনে প্রদর্শনী আয়োজনের প্রস্তাব রাখেন বিশিষ্ট পরিচালক সুদেষ্ণা রায়। ঋত্বিক ঘটক বাংলা চলচ্চিত্রের জগতের এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত পরিচালক। সুদেষ্ণা রায় বলেন, ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ঋত্বিক ঘটকের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নন্দনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। শিলিগুড়িতেও ঋত্বিক ঘটক ফেস্টিভাল এ আয়োজন করলে খুব ভালো হয়।’

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ বলেন, ‘সরকারি উদ্যোগে যদি পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের ছবির প্রদর্শনী করা হয় তাহলে ভালো। সরকারি সাহায্য ছাড়া এরকম প্রদর্শনী সম্ভব নয়। চলতি বছর স্থানীয় দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মোট ১০ টি ছবি প্রদর্শিত হবে।’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার ও এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সভাপতি ড. সঞ্জীবন দত্ত রায়, শেখর চক্রবর্তী ও শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

রেলের তরফ থেকে উচ্ছেদের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অল ইন্ডিয়া মতুয়া উদ্বাস্তু সেল, ২৪ শে নভেম্বর রেলের তরফ থেকে উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি এডিআরএম অফিসে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।এই বিক্ষোভ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। কিছুদিন আগেই ঠাকুরনগর রেলগেট থেকে জেব্রা ভিটা পর্যন্ত রামনগর মজদুর কলোনি এলাকার বাসিন্দাদের রেলের তরফ থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয় এবং বলা হয় অবিলম্বে দখলকৃত রেলের জায়গায় বসতি করে বাস করা চলবে না, খালি করতে হবে। এরই প্রতিবাদে এদিনের এই বিক্ষোভ সমাবেশ পরবর্তীকালে রঞ্জন সরকার জানান, কোনভাবেই উক্ত বসতি এলাকায় মানুষদেরকে উচ্ছেদ করা যাবে না । প্রয়োজনে রেল কর্তৃপক্ষ জমিগুলি রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়া হোক, যাতে রাজ্য সরকার সেখানে পাট্টা দিতে পারে।

রুয়ানগরের মুখাও নৌকা ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে

তপন চক্রবর্তী, উত্তর দিনাজপুর: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মহিষবাথান গ্রাম হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত। শুধু নিজস্ব জেলায় বিখ্যাত নয়, এখানকার হস্তশিল্প রাজ্য পেরিয়ে বিদেশের বাজারেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। রুয়ানগর গ্রামের শংকর সরকার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ‘মুখা’ শিল্পের জনক বলেই সবার কাছে পরিচিত। প্রয়াত বিশিষ্ট ‘মুখা’ শিল্পী শংকর সরকারের হাতেই মহিষবাথান শিল্প সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা হলেও, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই সমবায় সমিতির গোডাউন–কাম–ওয়ার্কশপ তৈরি করা হয়েছিল। এক সময় এই শিল্প সমবায় সমিতিতেই কাজ করতো রুয়ানগরের বাসিন্দা টুলু সরকার এবং নন্দীচন্দ্র সরকার। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রম করেও সেই ভাবে পারিশ্রমিক না পাওয়ায়, এক সময় বিভিন্ন ধরনের কাজ শিখেছি। টুলু সরকার এবং নন্দীচন্দ্র সরকার একযোগে জানান, তারা কেরালা ও তামিলনাড়ু থেকে কাজের বরাত পেয়ে কাজ করছে। স্বাধীন ভাবে কাজ করার আনন্দই আলাদা। হস্তশিল্পী টুলু সরকারের আরও মন্তব্য, তিনি কেরালা থেকে গামারি কাঠের মুখাও নৌকা বানানোর বরাত পেয়েছেন। এই রাজ্যের চেয়ে ভিন রাজ্যে আমাদের হাতের তৈরি জিনিসের বিক্রি মূল্য অনেক বেশি। আমাদের রাজ্যে আমাদের তৈরি জিনিসের দাম আমরা সঠিক না পেলেও– ভিন রাজ্যে আমাদের হস্তশিল্পের দামের কদর বেশি পাই। হস্তশিল্পী নন্দীচন্দ্র সরকারের স্ত্রী পুতুল দেব শর্মা সরকার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমার বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই দেখেছি শ্বশুর বাড়িতে হস্তশিল্পের কাজ চলতো। আমি আসার পরে আমিও

শিল্প সমবায় সমিতির কাজ ছেড়ে নিজের বাড়িতে দুই ভাই এবং দুই ভাইয়ের পরিবার পরিজন যথাক্রমে পুতুল দেবশর্মা সরকার এবং কবিতা সরকার স্বতন্ত্রভাবে হস্তশিল্প সাধনায় লেগে পড়েন।

বর্তমানে ওঁরা সবাই মিলে– এমন সব হস্তশিল্পের কাজ করছে, যা দেখলেই বাড়িতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করবে সাধারণ মানুষদের। সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রুয়ানগর গ্রামে এই প্রতিবেদক গিয়ে দেখেন, এই প্রতিষ্ঠিত হস্তশিল্পীদের নানা সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকর্ম। টুলু সরকার বলেন, ছয় বছর বয়স থেকে বাবার কাছে থেকে আমরা দুই ভাই হস্তশিল্পের কাজ শিখে এখন স্বামীকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে থাকি। ঠিক একই রকম ভাবে হস্তশিল্পী টুলু সরকারের স্ত্রী কবিতা সরকার জানান, স্বামীর বাড়িতে এসেই হস্তশিল্পের পাঠ নিয়েছি। এখন স্বামীর সাথে হাতে হাত লাগিয়ে অনেক কিছুই করতে পারি। আমরা দুই গৃহবধূ ঘরের সমস্ত কাজ সামলেও নিজেদের স্বামীকে সাহায্য করে থাকি।

জানা যায়, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হস্তশিল্পীরা, কলকাতার হস্তশিল্প মেলায় যাবার জন্য – প্রচুর পরিমাণে তাদের হাতের তৈরি সৌখিন হস্তশিল্প প্রস্তুত করে চলেছে।

ডায়মন্ড হারবারে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে যাওয়ার পথে বিক্ষোভের মুখে সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার সরিষাতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের খোঁজ নিতে যাওয়ার পথে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, “গত একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে আমরা বিজেপির সক্রিয় কর্মী হওয়া সত্ত্বেও কোনও সাহায্য বা নিরাপত্তা পাইনি। তাই কেন্দ্রীয় নেতাকে দেখেই বিক্ষোভ দেখাই।” অন্যদিকে, এই বিক্ষোভকারীদের “নকল বিজেপি কর্মী” বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, “আগামী দিনে ফলতায় বাইক মিছিল করব। জাহাঙ্গীর খানের ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখাক। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতা–সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি ভালো ফল করবে।”

বিএলও দের মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, “মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিতে চান না। তাঁর জন্যই বিএলও–রা মারা যাচ্ছেন। অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত।”

এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য, “রাজ্যে এমন কোনও নিয়োগ হয়নি যা দুর্নীতিমুক্ত। ক্যাডারদের চাকরি দেওয়া হয়, যাদের দিয়ে মারধর করানো হয়। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ছয় মাস অন্তর স্বচ্ছ নিয়োগ করা হবে।”এছাড়াও তিনি বলেন, “বিহার নির্বাচনে কোনও বিরোধী আক্রান্ত হয়নি, কিন্তু বিহারের নির্বাচনে বাংলার বিজেপি কর্মীরাই আক্রান্ত হয়েছে।’’

কাহিনী বলবে ৪০০ড্রোন

প্রথম পাতার পর

আমরা নিশ্চিত, এটি পুণ্যার্থীদের কাছে এক বিশাল চমক হবে।

আগামী জানুয়ারির ৮ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে এবারের গঙ্গাসাগর মেলা। তার আগেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে প্রস্তুতির কাজ। মঙ্গলবার ও বুধবার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মেলার গ্রাউন্ডের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেছেন। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কচুবেড়িয়া পয়েন্টের জেটিঘাটগুলিও পরিদর্শন করা হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে এবারের মেলায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমন আশা করা হচ্ছে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, গত বছর কুম্ভ মেলা থাকা সত্ত্বেও গঙ্গাসাগর মেলায় এক কোটি ১০ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নেমেছিল। এই বছর কুম্ভ মেলা না থাকায় সেই সংখ্যাটি দেড় কোটি ছুঁয়ে যেতে পারে বলে প্রশাসনিক আধিকারিকরা আশা করছেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন সামাল দিতে প্রস্তুতিও চলছে জোর কদমে।

প্রতি বছরের মতো এবারও জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসার কথা রয়েছে। তার আগেই কপিল মুনির মন্দিরের কাহিনিকে আকাশের ক্যানভাসে জীবন্ত করে তোলার এই অত্যাধুনিক ড্রোন শোয়ের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে এবারের মেলার প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে। ধর্মীয় আস্থাকে প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন রূপে তুলে ধরার এই প্রয়াস গঙ্গাসাগর মেলার ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে আরও একবার তুলে ধরবে, এমনটাই আশা করছে প্রশাসন।

আধারের খেলা

প্রথম পাতার পর

তাদের দাবী ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে শুধু তিনটে ফর্ম ছাড়া আর কোনো ফর্মের কথা বলা নেই। সংসদে আইন বদল ছাড়া অন্য কোনো ফর্ম করে নথির তালিকা দেবার এক্তিয়ার নেই নির্বাচন কমিশনের। রাজনৈতিক মহলের পাল্টা প্রশ্ন, তাহলে আগে যে সব এনুমারেশন হয়েছে তার ফর্ম নিয়ে কেন বিতর্ক হয়নি? এর আগে প্রতি বছর যখন নথির তালিকা কমিশন জানিয়েছে তখন প্রতিবাদ হয়নি কেন? যাইহোক আগামী মঙ্গলবার পরবর্তী শুনানী ধার্য হয়েছে। সেখানেই বিবেচিত হবে কমিশনের ভূমিকা।

পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে কমিশন দেখিয়ে দিয়েছে বাংলাতেই সবচেয়ে আগে কাজ শেষ হচ্ছে, অতএব চাপের অভিযোগ ধোপে টেঁকে না। কমিশন এর মাধ্যমে বলতে চেয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি যাই বলুক না কেন জনগন মনে প্রাণে এস আই আর চাইছে তাই এত সুষ্ঠভাবে কাজ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিরোধীরা এবারের হাই–টেক এসআইআর–এ ভূত দেখতে শুরু করছে। এতদিন আধারের বিরোধিতা করে এখন সেই আধারকেই কমিশন হাতিয়ার করছে দেখে বিরোধীদের আশঙ্কা একবার ভোটের ক্ষেত্রে যদি বায়োমেট্রিক তথ্য যুক্ত হয়ে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে ভোট যুদ্ধের রংটাই পাল্টে যাবে। সেই যুদ্ধের ট্রেলার দেখা যাবে আগামী ৯ ডিসেম্বর যোগ্য অযোগ্য দুটি তালিকা প্রকাশের পর। তার পর বোঝা যাবে জল কোনদিকে গড়ায়।

অপেক্ষায় মতুয়ারা

প্রথম পাতার পর

বৈধ ভোটার বলতে তিনি কাদের বোঝাতে চাইছেন, সেটা ধোঁয়াশা। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, যারা হিন্দু, তারা শরণার্থী, তাদের অসুবিধা হবে না। আবার বলছে, যারা বৈধ ভোটার তাদের চিন্তা নেই। ধোঁয়াশাটা তো এইখানে। কেন্দ্র বলেছে, ২০১৪ সাল পর্যন্ত যে সব হিন্দুরা ভারতে এসেছেন, সিএএতে তারা আবেদনের যোগ্য। কিন্তু তারপর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যারা এসেছেন তারা সিএএতে আবেদন করতে পারবেন না। তবে তারা শরণার্থী। পুলিশ তাদের হয়রান করতে পারবে না। কিন্তু তারা নাগরিকত্ব পাবে কিনা তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলা নেই। এক্ষত্রে মুসলমানদের সঙ্গে যে আচরণ করা হবে, তাদের সঙ্গেও তাই করা হতে পারে। কিন্তু তারাও যে সব হারিয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হচ্ছেন, এটা তো সরকার বুঝছে না। ফলে সবকিছু মিলিয়ে বিষয়টা একটা জটিল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এই এসআইআর পর্বে নির্বাচন কমিশন কি করেন, সেটাই এখন দেখার। এমতাবস্থায় যদি দেখা যায়, ২০০২ সালে যাদের নাম নেই, তাদের ভোট যদি কেটে যায়, তাহলে দেখা যাবে মতুয়া ও উদ্বাস্তু হিন্দুদের একটা বিরাট অংকের ভোট কেটে যাবে। এবং ভোটের প্রায় আশি শতাংশ ভোটই রয়েছে বিজেপির পক্ষে। কারণ এইসব হিন্দু মানুষদের তো আর যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। শুধু মতুয়া নয় হিন্দু কমিউনিটির একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ আতঙ্কে রয়েছে। কারণ বাংলাদেশে মৌলবাদীচক্র যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে, যেভাবে সেখানে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলছে, যাতে শেখ হাসিনার মত মানুষও পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে সমস্যা ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। ফলে এই ক্যাটাগরির মানুষ নিদারুণ দুশ্চিন্তায় আছেন।

এ প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক ও মতুয়া সম্প্রদায়ের এক কর্তা সুব্রত ঠাকুর বলেন, এসব আশঙ্কা অমূলক। কোন মতুয়া ভোটারের নাম বাদ যাবে না। সেজন্য আমরা আছি, আমরা পড়ব। যারা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন তারা নাগরিকত্ব পাবেন। যে পরিচয়পত্র লাগবে তার ব্যবস্থা আমরা করে দেব।

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের রাজ্য সভাপতি বিমল মজুমদার অবশ্য বলেন,‘আমরা এসআইআর–এর পক্ষে। বর্তমান ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সমস্ত হিন্দু সনাতনী মানুষরা বাংলাদেশে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসছেন তারা কেউ বাদ যাবে না। যদি যেতে হয় মুসলিমরা যাবে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় বেশিরভাগ মানুষই আস্থাশীল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডায় মূলতঃ তারা দিশাহারা। কেন্দ্র যেটা করছে সেটা আসলে হিন্দু বিরোধী নয়। কেন্দ্র আসলে তার বাড়িতে জনসংখ্যার অবস্থাটা এসআইআর–এর মাধ্যমে বুঝে নিতে চাইছে। যে কোনও গৃহকর্তাই তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা হিসাব করে বাজার করে। এই ব্যাপারটাও সেরকমই।’

শুধু এসআইআর–এ নয়, আতঙ্ক আজ ভিন্নমুখী

প্রথম পাতার পর

সরকারি কর্মীদের কর্মসংস্কৃতি ও সরকারি সংস্থার করুণ দশা সম্পর্কে চর্চার শেষ নেই। তাই বেসরকারিকরণের পথই এখন উন্নয়নের পথ বলে রাষ্ট্র যেখানে দাবী করে সেখানে সরকারি কর্মসংস্কৃতির উপর ভরসা যদি নড়ে যায় তাহলে কিন্তু বেসরকারিদের দাবিটাই জোর পায়। এ রাজ্যের কর্মসংস্কৃতি সত্যি কি প্রশংসনীয়? কর্মসংস্কৃতিকে উচ্ছন্নে পাঠানোর দায় এ রাজ্যের প্রশাসনের নয় কি? বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি নিয়ে আজকে এই বাংলা গর্ব করতে পারে কি ? শাসক দলের নেতা ও তার নিবিড় অনুগামী হলে, সে যে বিভাগেই থাকুন না কেন তারা কি বিভাগীয় কাজ করে? একটি উদাহরণই যথেষ্ট। স্কুল না করলেও শাসক দলের প্রভাবশালীর অতি পরিচিত বলে স্কুলকর্তৃপক্ষকে তার বাড়িতে গিয়ে হাজিরা খাতা সই করে নিয়ে আসতে হত। সেই সংস্কৃতির মধ্য থেকে নিবিড়তম সংশোধনের কাজের চাপ তো বেশি হবে। এই চাপের প্রতিবাদে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির নামে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করা হয়েছে। স্কুল বা অফিসের কাজ করার পাশাপাশি এই কাজ চাপের অবশ্যই। কিন্তু সরকারি প্রশাসনের দক্ষতা প্রমাণে এই চাপ নেওয়াটাইতো ছিল দস্তুর সরকারি কাজ করতে গিয়ে কয়েকজন অসুস্থ হয়েছেন ঠিকই তবে এর চেয়ে অনেক চাপের কাজ সরকারি কর্মীরাই করেন। বিপর্যয় মোকাবিলায়, নির্বাচন পরিচালনায় এর চেয়ে অনেক চাপ নিয়ে কাজ করে সুনাম অর্জন করেন সরকারি কর্মীরাই। তারাই সরকারি প্রকল্পকে সফল করতে দিনরাত খেটে প্রাণপাত করেন।

এখন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার সময়। এই কাজে নিযুক্ত থাকা স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য স্কুলের কাজকর্ম বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর কিনা সে প্রশ্ন এই প্রতিবাদে আসে নি।

শুধু কাজটা চাপের এটুকুই। কাজ বেশি হলে চাপের, আর কাজ কমে গেলে চাপের নয়। তা কি সহজভাবে বলা যায়? নগন্য ছাত্র সংখ্যা কিংবা ছাত্রহীন স্কুল কি শিক্ষকদের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে চাপের নয়? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে চাপের নয়? বেসরকারি স্কুল কলেজে সাধারণ ঘরের ছেলেদের পড়ানো চাপের নয়? এ রাজ্যে আট হাজারের বেশি সরকারি স্কুল বন্ধের পথে, তা কি সাধারণ মানুষের জন্য চাপের নয়? কই, তার জন্য স্কুল বাঁচাও শিক্ষা বাঁচাও নিয়ে শিক্ষা দপ্তরে প্রতিবাদ কোথাচ! শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা নিয়ে শিক্ষকরা কি সত্যি কথা বলতে পারছে এই বাংলায়? এমনকি এ রাজ্যের সমস্ত বিভাগে যে থ্রেট কালচার চলছে তা কি চাপের নয়? সে থ্রেট কালচার নিয়ে এখন আর কোন গোপনীয়তা নেই। কারণ এ রাজ্যের প্রশাসনই তার ধারক ও বাহক। ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে এ রাজ্যের মাননীয়া তাঁর এক জনসভা থেকে হুঙ্কার ছেড়েছেন, বাংলাকে আঘাত করলে ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবেন। দেশকে নাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ সদর্থক ও নঙর্থক দুভাবেই হতে পারে। কিভাবে নাড়িয়ে(হিলিয়ে) দেবেন তা কিন্তু বলেননি । তবে তিনি বলেছেন, তিনি থাকতে বাংলার মানুষের গায়ে হাত দিতে দেবেন না। নিন্দুকেরা বলছেন, এর মানে হল, দুর্নীতিবাজ, খুনি, লুঠেরাদের গায়ে তিনি থাকতে কেউ হাত দিতে পারবে না।

শুধু এরা কি বাংলার মানুষ? এদের বাদ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার মানুষের গায়ে তিনি এবং তাঁর দলবলই কেবল হাত দিতে পারেন থ্রেট কালচারের পরিবেশ দিয়ে। তাই রাষ্ট্র আজ শুধু কাজের চাপ নিয়ে আতঙ্কে, তা কিন্তু নয়। তার চরিত্র ভিন্নমুখী।

চালু ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

অভীক মিত্র, সিউড়ি : দুয়ারে সরকার, দুয়ারে রেশনের পর দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন পরিকল্পনা। বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেই কথা সম্প্রতি ঘোষণাও করেছিলেন। সেই মোতাবেক ২৪ নভেম্বর থেকে বীরভূম স্বাস্থ্য জেলায় দুটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা গাড়ি আসে। সেইদিন থেকেই চিকিৎসা প্রদান শুরু হয়। সিউড়ি ও দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্র হিসেবে দুটি বিধানসভাকেন্দ্র এলাকার জন্যেই মূলতঃ বরাদ্দ করা হয়েছে গাড়ি দুটি। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের অন্তর্গত দুবরাজপুর ও খয়রাসোল ব্লক এলাকা। ২৬ নভেম্বর খয়রাসোল ব্লকের ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন বাবুইজোড় পঞ্চায়েতের পেঁচালিয়া গ্রামে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়।

শিবিরে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি চক্ষু সহ ঔষধ, চশমা,রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি পরিষেবার সুযোগ পেয়েছে বলে জানা যায়। শিবির শেষে নাকড়াকোন্দা–ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মুখ্য চিকিৎসক ডাক্তার সৈয়দ সঞ্জয় হোসেন বলেন, ভ্রাম্যমান গাড়ির মধ্যে চিকিৎসক নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী সহ অন্যান্য স্টাফরা ছিলেন হাসপাতালে। বহির্বিভাগের পরিষেবাগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্যয যেমন রেজিস্ট্রেশন, ল্যাপটপ, প্রিন্টারের ব্যবস্থা এছাড়া রক্ত পরীক্ষা, রক্তের নমুনা সংগ্রহ,ইসিজি, ঔষধ দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতেই বীরভূম জেলার চারটি বিধানসভা এলাকায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়েছে।

যারমধ্যে বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার দুবরাজপুর ও সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্র এবং রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার রামপুরহাট ও ময়ূরেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্র এলাকায় চালু হয়েছে।

খয়রাশোল ব্লকের বাবুইজোড় পঞ্চায়েতের পেচালিয়া গ্রামে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খয়রাশোল ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সৈয়দ সঞ্জয় হোসেন,স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান ফুলমণি হেমব্রম, উপপ্রধান পার্থসারথি গঁড়াই , সমাজসেবী কাঞ্চন দে সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দমদম জিআরপির ফোন ফেরত

নিজস্ব প্রতিনিধি, দমদম : শিয়ালদহ জিআরপি ডিভিশনের অন্তর্গত দমদম জিআরপির পক্ষ থেকে সম্প্রতি এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এই রক্তদান শিবিরে পুলিশ কর্মী ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে মোট ৫২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এরই পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় ‘ফিরে পাওয়া’ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যাত্রীর মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে উদ্ধারকৃত ২৩টি মোবাইল তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দমদম রেল স্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট, শিয়ালদহ জিআরপির ডেপুটি এসআরপি (সদর), সোনারপুর জিআরপির আই আর পি, দমদম জিআরপি থানার আইসি সঞ্জীব দাস সহ দমদম আরপিএফ থানার আইসি, স্থানীয় কাউন্সিলর এবং আরপিএফ ও জিআরপির বিভিন্ন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার সহ সাধারণ মানুষ। দমদম জিআরপির আইসি সঞ্জীব দাসের পক্ষ থেকে এমন তথ্যই জানানো হয় প্রতিবেদককে।

শান্তিনিকেতনে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইউজিসি–র ‘বিকাশ ২০২৫’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনে সমবেত হলেন পূর্ব ও উত্তর–পূর্ব ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি। এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশকে সামনে রেখে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ।

উপাচার্য জানান, দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আগামী দিনের রোডম্যাপ তৈরির উদ্দেশ্যেই ‘বিকাশ ২০২৫’ কর্মসূচির উদ্যোগ। পূর্ব ও উত্তর–পূর্ব ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কীভাবে গবেষণা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নয়া নীতিমালার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারে, সেই বিষয়গুলিই আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে বলে তিনি জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপাচার্য আরও বলেন, “বিশ্বভারতীতে এত বড় মাপের প্রতিনিধিদের সমাবেশ আমাদের জন্য গর্বের। জ্ঞান–বিনিময়, শিক্ষার প্রসার এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।”

শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাসে ইতিমধ্যেই প্রতিনিধিদের আগমন শুরু হয়েছে। দুই দিনের এই আলোচনা সভাকে সফল করতে প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত রয়েছে।

বড়সড় অপরাধের ছক বানচাল

প্রথম পাতার পর

একটি লোহার হাতুড়ি, তিন ফুট লম্বা সাইকেলের কাটিং চেইন এবং দুই ফুট লম্বা একটি লোহার রড উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তভার গ্রহণ করেছেন এসআই পুলক বিশ্বাস। ধৃতদের আদালতে পেশ করে রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে এবং বাকি পলাতক দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে পুলিশ সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করলে অপরাধ দমন করা সহজ হয়। সন্দেহজনক কিছু দেখলে তৎক্ষণাৎ থানায় জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

বজবজে নারী শিক্ষার পথিকৃৎ শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই সরকারি সম্মান থেকে বঞ্চিত

প্রথম পাতার পর

কিন্তু অর্থ কামানো কোনদিনই শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। প্রসঙ্গতঃ এই প্রতিবেদক এবং প্রতিবেদকের দিদি ভাইয়েরাও মাস্টারমশায়ের প্রাইভেট টিউশন করত। সেভাবে আমরাও মাস্টারমশাইকে তার পারিশ্রমিক দিতে পারিনি। সেজন্য অবশ্য তিনি কোনদিনই ক্ষুন্ন হননি। শিক্ষকতার পাশাপাশি নানা সামাজিক, মানবিক, আধ্যাত্মিক এবং ক্রীড়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থেকেছেন এবং সাধ্যমত সব সংস্থাকেও সহযোগিতা করেছেন। বজবজ এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন গুণীজন তাঁকে আজও শ্রদ্ধা করেন অন্তর থেকে। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন সংস্থা তাঁকে সংবর্ধিত করেছেন। বজবজ এলাকার সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের কর্ণধার স্বপন রায় যিনি আবার একাধারে বর্তমানে শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় এর পরিচালন সমিতির সভাপতি তিনি জানালেন, তার সংস্থা থেকেও মাস্টার মশাইকে দুবার সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। তাঁর জন্য শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ আগামী দিনে নিশ্চয়ই সদর্থক কোনো ভূমিকা পালন করবে। প্রসঙ্গতঃ বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সংগঠন ব্যক্তিরা শিক্ষক শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইকে সম্মান এবং স্বীকৃতি জানালেও সরকারিভাবে আজও তিনি কোন স্বীকৃতি বা সম্মান পাননি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর শিক্ষারত্ন সহ বাংলার কৃতি মানুষদের জন্য নানা পুরস্কার চালু করেছে।। কিন্তু সে ধরনের কোন সম্মান বা স্বীকৃতি আজও শিক্ষক শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই পাননি। তাঁর কি এই স্বীকৃতি বা সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা নেই? এই প্রসঙ্গে স্বপন কুমার রায় বলেন, তুমি খুব ভালো প্রশ্ন করেছ এই বিষয়টি আমরা আগে কেউ ভাবিনি। জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা বিষয়টিকে রাজ্য সরকারের কাছে অবশ্যই তুলে ধরবো। মাস্টার মশাই যদি কোন সরকারি স্বীকৃতি ও সম্মান পান তাতে আমরাও গর্ব অনুভব করব। এই প্রসঙ্গে শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের পরিচালন সমিতির পূর্বতন সম্পাদক তথা মাস্টারমশাইয়ের সুযোগ্য ছাত্র প্রখ্যাত দন্ত বিশেষজ্ঞ এবং জেলা পরিষদের প্রাক্তন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাক্তার তরুণ কুমার রায় জানালেন, ২০০২ সালে এবং ২০১১ সালে শিক্ষারত্ন সম্মানের জন্য আমরা মাস্টারমশায়ের নাম শিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা কোন কারনে হয়তো হয়নি, তবে আমরা আরও একবার উদ্যোগ নেব মাস্টারমশায়ের কোন সরকারি স্বীকৃতি বা সম্মানের জন্য। ২০১৮ সালে কালীনগর সাবমেরিন ক্লাব থেকে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য আমরা প্রথম মাস্টারমশায়কে ‘‘বাওয়ালী শ্রী’’ সম্মান প্রদান করি। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে আমাদের ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব যোগা দিবসে শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইকে বিশেষ সম্মান প্রদান করেছিলাম। বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি মাস্টারমশায়ের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর মাঝেমধ্যেই রাখি, ওনার বাড়িতে যাই। বর্তমানে বয়সের কারণে তিনি যথেষ্টই অসুস্থ। তাঁর দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্থতা কামনা করছি। আমরা রবীন্দ্র–নজরুল মঞ্চের পক্ষ থেকেও মাষ্টারমশাইকে সংবর্ধিত করেছি। শিক্ষক এবং নারী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই যদি সরকারিভাবে কোন স্বীকৃতি ও সম্মান পান তাহলে আমরাও বাওয়ালি বাসি হিসাবে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করব। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি এই প্রসঙ্গে বলেন, সত্যিই শিক্ষক শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই আমাদের এলাকায় নারী শিক্ষার জন্য যে কাজ করেছেন তা কোনদিনই ভোলার নয়। তবে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের উচিত ছিল আরো আগে উদ্যোগ নেওয়া যাতে মাস্টার মশাই সরকারি স্বীকৃতি ও সম্মান পায়। তবে এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আমরা চিন্তা–ভাবনা করছি এবং সরকারিভাবে বিষয়টি যেখানে জানানোর অবশ্যই জানাবো।

প্রসঙ্গতঃ, যে নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ এর জন্য তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন সেই বিদ্যালয় থেকেই কিন্তু তাঁকে আঘাত পেতেও হয়েছে। শেষের দিকে বিদ্যালয়ের জনৈকা এক প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না কিছুতেই।। ওই শিক্ষিকা মাঝেমধ্যেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাকে নানাভাবে অপমান ও হেনস্থা করেছেন। তাই অভিমানে তিনি শেষ দিকে শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ যাওয়া বন্ধ করে দেন এবং দীর্ঘদিন তার কাছে যে বিদ্যালয়ের চাবি থাকত তাও ফিরিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি থেকে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়ান।। এই বিষয়টি শিক্ষক শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই –এর কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলেই জানা যায়। বর্তমানে তিনি শারীরিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ তবুও মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে আমরাও প্রার্থনা করি মাস্টারমশাই দ্রুত সুস্থ ও আরোগ্য লাভ করুক।

কলকাতার অধিকাংশ 'ডায়াগনস্টিক সেন্টার' বেআইনি !

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌর এলাকার অধীনস্থ ১৪৪ ওয়ার্ডে একাধিক নামি–দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। কিন্তু এইসব ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালাতে গেলে সাধারণত 'ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট লাইসেন্স, পলিউশন লাইসেন্স, বায়ো–ওয়েস্ট এগ্রিমেন্ট লাইসেন্স, ব্লাড কালেকশন ডিএমএলটি (ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবোরেটরি টেকনোলজি) লাইসেন্স এই চারটি লাইসেন্স প্রত্যেক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের থাকা একরকম আবশ্যিক। কিন্তু কলকাতা পৌর এলাকার অধিকাংশ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এইসব লাইসেন্স নেই। কিন্তু রমরমিয়ে চলছে– এইসব ডায়াগনস্টিক সেন্টার। বিভিন্ন সেন্টারের অধিকাংশ কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে না। কলকাতার বাসিন্দারা– এইসব সেন্টারে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের কাছে এ অভিযোগ করছেন মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। খোদ শাসক দলের পৌরপ্রতিনিধির এমন অভিযোগ পেয়ে– অস্বস্তিতে পড়েছেন কলকাতা পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মেয়র পারিষদ উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ।

মেয়র পারিষদ বলেন, 'এই অধিকারটা কলকাতা পৌরসংস্থার নেই। কারণ কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে, ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলি আছে– সেগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির যাবতীয় 'লাইসেন্স' রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিবার কল্যাণ দফতর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।'

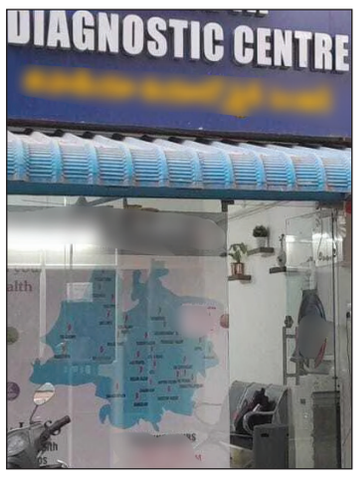

অতিরিক্ত প্রশ্নে– বিশ্বরূপ দে বলেন, 'নানা কারণে কলকাতাস্থিত সরকারি হাসপাতালগুলির চত্বরের আশেপাশে ব্যাঙের

ছাতার মত 'ডায়াগনস্টিক সেন্টার' গজিয়ে উঠছে। সেগুলির বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা কী কিছুই ব্যবস্থা নিতে পারে না?' কারণ, সেখানে মাঝেমধ্যেই ভুলেভরা 'ব্লাড টেস্ট'–এর রিপোর্ট বের হচ্ছে। সাধারণ মানুষ তো 'ফার্স্ট উইন্ডো হিসাবে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিকে সর্বপ্রথম এসে সে বিষয়ে অভিযোগ জানায়। ফলে এবিষয়ে একটা যদি ভাবনাচিন্তার বিষয় থাকে, তবে ভালো হয়।'

অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে মেয়র পারিষদ বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর কেবল কলকাতার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্বে আছে। আর টার্সিয়ারি হেল্থ সেন্টার যেমন ধরুন সরকারি হাসপাতালের চতুর্দিকে যে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বেসরকারি হাসপাতাল গুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলির সমস্ত লাইসেন্স প্রক্রিয়া এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা তার সবই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর দ্বারা নিয়ন্ত্রণে 'ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্টে'র আন্ডারে পড়ে। ফলে কলকাতা পৌর নিগমের আইনে এই ক্ষমতা পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরকে দেওয়া হয়নি। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার কোনও অধিকার নেই বলে উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ জানান।

কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর সূত্রে খবর, কলকাতা পৌর এলাকায় ব্যবসার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা বর্তমানে অনলাইনে কেবল ট্রেড লাইসেন্স দেয়। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বাকি লাইসেন্স রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর দিয়ে থাকে। ফলে ওইসব বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও আইনই নেই।

বার্তা

জিএসটি ২.০ : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, মারোয়ারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (MCCI)–তে অনুষ্ঠিত জ্ঞানমালা সিরিজ–এর "জিএসটি : জিএসটিআর—৯ ও ৯সি এবং সর্বশেষ জিএসটি ২.০ সংশোধনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ" শীর্ষক অধিবেশনে বিশিষ্ট কর বিশেষজ্ঞ সিএ ঈশান তুলসিয়ানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ছবি : নিজস্ব

সুরে সুরে: রবিবার সন্ধ্যায় নবান্ন উৎসবের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় পান্ডাপাড়া তারা উদ্যানে। অনুষ্ঠানে রীতিমতো সুরের মূর্ছনা ছড়ালেন বাংলা ব্যান্ড জগতের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁরই উদ্যোগে এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় উৎসবের আবহ আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ছবি : রুমা খাতুন

বিচিত্র বর্ণ : বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত হুগলি নদীর তীরে পর্যটন ক্ষেত্র বুড়ুলে একটি গাছে প্রচুর প্রজাপতি আগমন। ছবি : অরুণ লোধ

যাত্রী সুবিধা: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মগরাহাট স্টেশনে আরপিএফ ও রেলের আধিকারিকদের যৌথ অভিযানে ২ও ৩ নং প্লাটফর্মের উপর বেশ কিছু অস্থায়ী দোকান সরিয়ে দেওয়া হয়। ছবি : অরিজিৎ মণ্ডল

ধাপায় তৈরি হচ্ছে নতুন ডগ পাউন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে এবার পূর্ব কলকাতার ধাপায় গড়ে উঠতে চলেছে কলকাতা পৌর এলাকার সবচেয়ে বড়ো ডগ পাউন্ড সেন্টার। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশানুযায়ী, হাসপাতাল, বাজার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মতো ব্যস্ত এলাকা থেকে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত পথকুকুরদের সরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতেই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা। কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ এক বৈঠকে বলেন, ধাপায় নতুন আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হবে, যা আগের তুলনায় অনেক বড়ো হবে। বর্তমানে ধাপার পুরনো ডগ পাউন্ডে প্রায় ২৫০টি পথকুকুর রাখা যায়। তবে এই নতুন আশ্রয় কেন্দ্রে অন্তত ৩ হাজার পথকুকুর রাখার ব্যবস্থা করা হবে বলে মেয়র পারিষদ জানান। তিনি বলেন, 'ধাপার যে জায়গায় নতুন ডগ পাউন্ডটি তৈরি হবে, সে জায়গাটি জলাভূমি এলাকার মধ্যে পড়ে। তাই সেখানে স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হবে না, পরিবেশ রক্ষা করেই অত্যাধুনিক ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হবে।

কলকাতা পৌরসংস্থা কেবল নতুন আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করছে না, এর পাশাপাশি শহর জুড়ে পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও টিকাকরণ কর্মসূচিও বাড়াতে চলেছে। সামনের গোটা ডিসেম্বর মাস জুড়ে কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে পথকুকুরদের জলাতঙ্কের টিকাকরণের শিবির আয়োজন করা হবে। উপমহানাগরিক এদিন আরও বলেন, 'জননিরাপত্তার স্বার্থে যত বেশি সম্ভব পথকুকুরকে এই টিকাকরণের আওতায় আনা হবে। এজন্য অতিরিক্ত পশু চিকিৎসক ও সহকারী কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনাও রয়েছে। ডগ ক্যাচার হিসাবে ১৯টি পদ অনুমোদিত থাকলেও সেখানে কাজ করছে মাত্র ৯ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মার্চ মাসে কলকাতা পৌর এলাকায় পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও টিকাকরণ প্রকল্প শুরু হলেও পরিকাঠামোর অভাবে প্রকল্পটি কার্যত সফল হতে পারেনি। ২ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও মোট লক্ষ্য সংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ কুকুরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে বলে কলকাতা পৌরসংস্থার এক পৌর আধিকারিক স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত, বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকায় কমবেশি ৮৪ হাজারের মত পথকুকুর রয়েছে। বছর পাঁচেক আগে সংখ্যাটা ছিল ১ লক্ষের বেশি।

প্লাস্টিকের ছাউনিতে ভরা শ্যামবাজার মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার এলাকা বিশেষ করে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় আবার প্লাস্টিকের ছাউনিতে ভরে গেছে। অভিযোগ জানিয়েছেন, স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের। ডা. গঙ্গোপাধ্যায় জানান, শ্যামবাজার পাঁচমাথা এলাকা প্লাস্টিকের ছাউনি মুক্ত না করলে শ্যামবাজার এলাকা দিয়ে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। দৃশ্যদূষণ তো পরের বিষয়, প্লাস্টিকের ছাউনির জন্য ট্রাফিক সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি চালকদের সমস্যা হচ্ছে। সঙ্গে আবার শ্যামবাজার ফাইভ পয়েন্ট এলাকায় রাস্তার ধারে ডিভাইডার দিয়ে রাস্তা প্রশস্ততা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এলাকাটি গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, '১৪ নভেম্বর একটি যৌথ পর্যবেক্ষণ দল এসডব্লুএম, মার্কেট দফতর, টিভিসি সদস্য, সিভিল এবং শ্যামবাজার ট্রাফিক পুলিশ শ্যামবাজার এলাকার পাঁচমাথার মোড় এলাকাটিকে পর্যবেক্ষণ করেন। উপস্থিত হকারদের প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে অবগত করেন, দোকানের ছাউনি এবং ঘেরার জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিক খুলে ফেলার জন্য অনুরোধ করেন। পরিদর্শনকারী দল সকল হকারদের সতর্ক করে দেন, তারা যেন দ্রুততার সঙ্গে এই ধরনের প্লাস্টিক সরিয়ে ফেলেন এবং আগামী দিনে এই প্লাস্টিক ব্যবহারে যেন বিরত থাকেন। এই বিষয়টি আগামীদিনে 'টাউন ভেন্ডিং' কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর ডিভাইডারটি কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সংক্রান্ত বিষয়, আমার কিছু করার নেই, কলকাতা পৌরসংস্থা শহরে হকারদের সিওভি(সার্টিফিকেট অব ভেন্ডিং) দিচ্ছে।' তবে সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে। যদি তারা এই প্লাস্টিকের ছাউনি ও প্লাস্টিক ব্যবহার করে, তবে হকাররা বিধিনিষেধ ও নিয়মের বাইরে কোনও কাজ করলে হকারের সিওভি কলকাতা পৌরসংস্থা বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে এবার হকারদের একটা নিয়ন্ত্রণে জায়গা এসেছে কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে। এই বিষয়টি ব্যানার ও পোস্টারে মাধ্যমে প্রচার এবং সতর্কীকরণ করা হবে। তবে হকাররা ওয়াকিবহাল হবে।

কলকাতায় পথকুকুরদের জন্য এবার চালু হবে 'ডাইনিং প্লেস'

নিজস্ব প্রতিনিধি: তথ্য অনুযায়ী কলকাতা পৌর এলাকায় পথকুকুরের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা এবং এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ এক অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে জানিয়েছেন, দেশ জুড়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–হাসপাতাল–বাস–রেলস্টেশনসহ জনবহুল এলাকা থেকে পথকুকুরদের সরিয়ে দিয়ে তাদের 'ডগ পাউন্ডে' এনে রাখতে হবে। পথকুকুরদের খাওয়ানোর জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে এক–একাধিক জায়গা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। পোষা কুকুর এবং পথকুকুররা যাতে যত্রতত্র মলত্যাগ না করে

তার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি– রূপক গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, 'বাড়ির কুকুরের মালিকরাও অনেক সময়েই তাদের পোষ্য কুকুরদের 'অ্যান্টিরেবিস ভ্যাকসিনেশন' করাচ্ছেন না। এই ওয়ার্ডে পশুপ্রেমী মানুষজনদের নিয়ে সচেতনতার প্রয়োজন, যাতে মতবিরোধ চরম পর্যায়ে না পৌঁছায় এবং থানার দারস্থ হতে না হয়।'

পথকুকুরদের খাওয়ানো এবং যাতে যত্রতত্র মলত্যাগ না করে তার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে সচেতনতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, 'পথকুকুরদের রাস্তায় খাওয়ানোর রূপরেখার সঙ্গে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা পৌর এলাকার ৪৮৭টি জায়গাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এবং সেখানে যাতে নাগরিকরা পথকুকুরদের খাওয়াতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় সাংকেতিক চিহ্ন(সাইনেজ) লাগানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে এটা যাঁরা 'নাইট সয়েল(এসবিএম) তোলে তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিরেবিস ভ্যাকসিন সরবরাহের ব্যাপারে কী পরিকল্পনা রয়েছে? গৃহপালিত কুকুরদের পর্যাপ্ত ভ্যাকসিনেশন না থাকলে কুকুর মালিকদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মেয়র পারিষদ বলেন, কলকাতায় কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর নিয়ন্ত্রিত হিউম্যান লাইভ প্রোটেকশনে ১৯টি 'অ্যান্টিরেবিশ ভ্যাকসিন' সেন্টার রয়েছে। এখান থেকে নিয়মিত 'অ্যান্টিরেবিশ ভ্যাকসিন' দেওয়া হয়। গত ২০২৪ সালে এখন থেকে ৩০ হাজার ব্যক্তিকে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এখানে এই ভ্যাকসিন জলাতঙ্কের টিকা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

কলকাতা পৌর এলাকায় বাড়িতে কুকুর পোষার ক্ষেত্রে পৌর আইনানুযায়ী(৫২১ নম্বর ধারায়) 'ডগ লাইসেন্স' বা 'রেজিস্ট্রেশন' বাধ্যতামূলক। আর এটা পেতে গেলে পোষ্য কুকুরের সবক'টি ভ্যাকসিনেশনের সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক। পর্যাপ্ত ভ্যাকসিনেশন না থাকলে পোষ্য কুকুর(বাড়ির কুকুর) মালিকরা তাদের ডগ লাইসেন্স পাবেন না। এবার নিয়ম ভাঙলে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবার লাইসেন্স ছাড়া বাড়ির কুকুর নিয়ে রাস্তাঘাটে বেরোলে তা তুলে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে পৌরসংস্থার নির্দিষ্ট কেন্দ্রে। মামলাও হবে। স্থানীয় থানায় এফআইআর করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর তথ্য দিয়ে জানিয়েছে যে গত পাঁচ বছরে কলকাতা পৌর এলাকায় রেবিশ মৃত্যু সংখ্যা শূন্য।

মাঙ্গলিকী

আন্তর্জাতিক 'ঐতিহ্য সপ্তাহ' উদযাপন নিয়ে প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : প্রতি বছরের মতো এই বছরেও– নভেম্বর মাসের শেষ দুই সপ্তাহে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য সপ্তাহ। কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি, পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রহালয় সমিতি ও ভারতীয় সংগ্রহশালার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়– কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের দুই তলার প্রদর্শনী কক্ষে এক আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।। দুটো বড় 'হল ঘর' জুড়েই এই আয়োজন। গ্রামীণ ঐতিহ্যের গল্পের ঠাস বুননের দেখা মিলবে এই প্রদর্শনীতে। ২১ শে নভেম্বর দুপুরে, এই অনুষ্ঠানের সূচনায় হাজির ছিলেন– বাউল সম্রাট পদ্মশ্রী পূর্ণদাস বাউল, বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি, ভারতীয় জাদুঘরের বর্তমান অধিকর্তা শ্রী অরিজিৎ দত্ত, কেসিসি–র চেয়ারম্যান শ্রীমতী রিচা আগরওয়াল, পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রহালয় সমিতি–র সভাপতি অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ডঃ সত্যব্রত চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপিকা সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই প্রদর্শনীর অন্যতম ভাবনা গ্রামীণ ঐতিহ্য সংস্কৃতির সংগ্রহ ও যথাযথ সংরক্ষণ। আগামী ২৯ শে নভেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় যাদুঘরে আগত দর্শকরা এই অনবদ্য প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে জাদুঘরের ছুটির দিন বাদে বাকী সব দিনেই প্রদর্শনী দর্শকদের জন্য সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা। ওয়েস্টমিন্সটার বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাটমো, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এসকল প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালার সাথে সাথে ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির যোগদান বিশেষ নজর কাড়া। আশুতোষ সংগ্রহশালা, ব্রতচারী ফাউণ্ডেশন, চন্দননগর কলেজ সংগ্রহশালা, কোচবিহার আর্কাইভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, কলকাতা কথকতা, সুন্দরবন প্রত্ন গবেষণা কেন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্রপুর প্রত্ন সংগ্রহশালা, গোপাল চন্দ্র হালদার স্মৃতি সংগ্রহশালা, কুন্দরালি পুরকীর্তি সংগ্রহশালা, বিদ্যানগর কলেজ সংগ্রহশালা, সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন সংগ্রহশালা প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

এই কয়েকদিনের প্রদর্শনী চলার সাথে সাথে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা সভা, কর্মশালা এসবের আয়োজন থাকছে এখানে। প্রত্নবস্তু, লোকজ উপাদান এসব নিয়েই চমৎকারভাবে সেজে উঠেছে এই প্রদর্শনী।

'মহাবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ' চ্যারিটেবল ট্রাস্ট–এর অনুষ্ঠান

মলয় সুর : ২২ নভেম্বর কলকাতা নন্দন চত্বরে অবনীন্দ্র সভাগৃহে দুপুরে 'মহাবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ' আয়োজিত গান, কবিতা, ড্যান্স এরকম একটি সুন্দর রুচিশীল পরিকল্পনা পরিবেশিত হয়। এদিন সুদুর আসাম থেকে রঞ্জিতা দত্ত খালি গলায়, অসমীয়া ভাষায় 'মায়াবিনী রাতের ভূকুট' অসাধারণ গান করেন। তাকে 'মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল স্টার অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মান জানানো হয়। তরুণ আইনজীবী 'উজ্জ্বল চক্রবর্তী' যার পরিচয় জয়রামবাটির শ্রীশ্রীসারদা মায়ের বংশধর তিনি 'ভারত গৌরব' পুরস্কারে সম্মানিত হন। শিল্পপতি 'মানষ পাল' তাকে 'ভারত গৌরব' সম্মানে ভূষিত করা হয়। বর্ধমান মঙ্গলকোটের বাসিন্দা 'পন্ডিত ত্রিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়' 'রবীন্দ্র স্মৃতি' পুরস্কার অর্জন করেন। ওনার কাছে ১০০ বছরের 'বাংলা পঞ্জিকা' রয়েছে, যা পাঠকদের অনেকাংশে সাহায্য করছে। মুর্শিদাবাদের 'স্বপন সিংহ রায়' সমাজ সেবামূলক ও শিক্ষামূলক কাজের জন্য 'স্বর্ণপদকে' ভূষিত হন। এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনা করেন 'জৈয়িত্রী সিংহ রায়'। একক কণ্ঠে শিল্পী পরিবেশনায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সৃষ্টিশীল পরিকল্পনা ছিলেন উদ্যোক্তা 'তপন সাহা'। তপন বাবু বলেন, এদিন সমাজের বিভিন্নে ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের সম্মানিত করতে পেরে আমরা গর্বিত।

পঞ্চ কবি স্মরণে

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল : ৩১ অক্টোবর আইসিসিআর হলে পরিবেশিত হয় পঞ্চ কবির স্মরণে অনুষ্ঠান। ১৫টি দল পরিবেশনা করে। উল্লেখযোগ্য ছিল নন্দিনী চৌধুরী, রাজীব ভট্টাচার্য্য, তাপস দেবনাথ, কুশল ভট্টাচার্য্য, কাশ্মীরা সামন্ত। পরিচালনায় ছিলেন নন্দিনী চৌধুরী। অর্কদেব ভট্টাচার্য্য সঞ্চালক হিসেবে প্রশংসার দাবি রাখে। কোরিওগ্রাফি এবং পোশাক–এর দায়িত্বে ছিলেন তাপস দেবনাথ। সকলের নজর কাড়ে 'আলগা করো খোপার বাঁধন' গানটি, সঙ্গে এত সুন্দর ভাবে তার নৃত্যকলা দর্শককে মাতিয়ে রাখে ও শাস্ত্রীয় বৃত্তের ঝলক দেখা যায় তার মধ্যে।

পুস্তক সমালোচনা

শৈশবের চিত্র পরিবেশন

বিধান সাহা

৬৭টি ছড়া নিয়ে চিত্তরঞ্জন দাসের ছড়ার গ্রন্থ ছড়ায় ছড়ায় শৈশব। গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন প্রবীর জানা। তিনি বলেছেন, 'কবির সমস্ত ছড়া শৈশবকে কেন্দ্র করে রচিত। গ্রন্থটিতে প্রায় ৭০টি অসাধারণ ছড়া আছে, যা পড়লে মন শৈশবে ফিরে যায় বার বার।'

ছড়াকারের জবাবদিহি পরিবেশিত হয়েছে ৩২ পংক্তির ছড়াতে। তিনি সহজ করে বলেছেন, ছড়া বেড়ায় আপন সুখে/ আমজনতার মুখে—/ ছড়া ছড়ায় অপার খুশি/ সকল সুখে দুখে।

গ্রন্থের প্রথম ৩টি ছড়া রচিত হয়েছে স্বরবর্ণ, ১ ২ ৩ এবং ইংরেজি বর্ণমালা নিয়ে। খেলার ছলে বর্ণ ও সংখ্যা নিয়ে খেলা করেছেন ছড়াকার ছোটদের মত করে। খোকার প্রশ্ন, সিংহমামার বিয়ে, ফিরিয়ে দে মা, শরৎ, আমরা শিশু, হারানো শৈশব, পুতুল সোনা, বাঘ শিকার, ইচ্ছে, খোকার দুষ্টুমি, কচিকাঁচা সবুজ সাথি –ছড়াগুলি শৈশবের অনুভূতিগুলোকে সামনে হাজির করে।

গ্রন্থের শেষ ছড়া ফোন। ৪০ পংক্তির এই ছড়াতে বর্তমান কালের ফোনের ব্যাপকতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। শেষ ৪ পংক্তিতে ফুটে উঠেছে এক অমোঘ উচ্চারণ–একটি ফোনই শূন্য করে/ কত মায়ের কোল —/ যুবসমাজ এবার তোরা/ বন্ধ দুচোখ খোল।

শুধুমাত্র শৈশবকে কেন্দ্র করে ছড়ার সংকলন গ্রন্থ পরিবেশন করা খুব সহজ কথা নয়। কিন্তু সেই কঠিন কাজকেই সহজ করে তুলেছেন চিত্তরঞ্জন দাস। শব্দ চয়নে সাবলীল তিনি। ছন্দ জ্ঞানেও তিনি পারদর্শী। শৈশবের চিত্র পরিবেশনে তিনি অনায়াস দক্ষতা দেখিয়েছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। ছড়াগুলি পাঠ করে ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও তৃপ্তি বোধ হয়। তারাও নিজেদের শৈশবকে ফিরে দেখতে পারেন অতি সহজে।

দেবারতি দাস পালের রঙিন প্রচ্ছদ ভাবনা উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বোর্ড বাঁধাই প্রশংসনীয়।

ছড়ায় ছড়ায় শৈশব —চিত্তরঞ্জন দাস, প্রকাশিকা —পার্বতী জানা সামন্ত, বাজকুল, পূর্ব মেদিনীপুর, মূল্য – ১৫০ টাকা।

নিজস্ব আমলার মনের হদিশ পায়নি ব্রিটিশও

প্রণব গুহ

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–আনন্দ মঠ–বন্দে মাতরম, কম্বিনেশনটা যখন ঘটেছিল তখন ভারত ভুখন্ডে ব্রিটিশ রাজের একচ্ছত্র আধিপত্য। ১৭৫৭–তে পলাশির যুদ্ধের পর ১৭৭০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত চলা ফকির–সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, দিকে দিকে সংগঠিত প্রাদেশিক বিদ্রোহ, ১৮৫৭–র সিপাহী বিদ্রোহ জর্জর কোম্পানির শাসনকে বিদায় দিয়ে ততদিনে শাসন ভার নিয়ে নিয়েছে ব্রিটিশ রাজ। আর এই ঘোর ব্রিটিশ রাজত্বেই ১৮৬৪ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টরের মত উচ্চ পদে যোগদান করেন বঙ্কিম চন্দ্র। এরপর পদোন্নতি পান কালেক্টর এবং এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি পদে। মুর্শিদাবাদে প্রথমে ডেপুটি ও পরে কালেক্টর পদে ১৮৬৯ থেকে ১৮৮১ অবধি ছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র। শোনা যায় এই সময়কালে ১৮৭৩ সালের এক বিকালে কাজ সেরে তিনি পালকিতে করে একটি মাঠের মধ্যে দিয়ে ফিরছিলেন। সেখানে বহরমপুর সেনানিবাসের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিন ক্রিকেট খেলছিলেন। তার খেলা ব্যাহত হওয়ায় সাহেব বঙ্কিমের উপর চড়াও হন। বঙ্কিম চন্দ্র সাহেবকে আদালতে তোলেন। ১৮৭৪ সালে আদালত কর্নেল ডাফিনকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেয় এবং তিনি তা করেছিলেন।

এর ২ বছর পর ১৮৭৫ সালে (অনেকে বলে ১৮৭৬) চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের বাড়িতে ব্রিটিশ রাজের দোর্দন্ড প্রতাপ আমলা বঙ্কিম চন্দ্রের কলমে রচিত হয় ভারতবাসীর স্বাধীনতার মন্ত্র বন্দে মাতরম।

এরপর ১৮৮২ সালে আনন্দ মঠ যখন প্রকাশ করেন তখন তিনি আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অর্থাৎ আস্থাভাজন আমলার দেশপ্রেমিক মনের হদিশ করতে পারেন নি দুদে ব্রিটিশ অফিসারেরা। বরং ১৮৯১ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর এবং ১৮৯৪ সালে কম্পায়ানিয়ন অফ দ্য মোস্ট এমিনেন্ট অর্ডার অফ দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার খেতাবে ভূষিত করে। আসলে ব্রিটিশদের এই ব্যর্থতার কারণ বঙ্কিম চন্দ্রের কর্মনিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব।

১৮৯৪ তেই পরলোকে পাড়ি দিলেন বঙ্কিম চন্দ্র, বন্দে মাতরম ও আনন্দ মঠকে রেখে গেলেন মুক্তি সংগ্রামের দিশারী করে। সাহিত্য সম্রাট বন্দে মাতরমের জাতীয় মন্ত্রে উত্তরণ দেখে যেতে না পারলেও এর নব জাগরণ থেমে থাকে নি। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ রাগে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে বন্দে মাতরম গানটি গেয়ে একে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্র করে তোলেন। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি এই দুটি শব্দ ভাষা, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক সূত্রে গেঁথে দেয় সারা ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে। এই শব্দবন্ধেই উত্তাল হয়ে ওঠে আসমুদ্রহিমাচল। এর এমনই জাদু স্বাধীনতা অর্জনের ৭৫ বছর তা মলিন হয়নি। ১৫০ বছর বয়সেও ভারতে যে কোনো প্রতিবাদের স্লোগান হয়ে বেঁচে আছে কালজয়ী বন্দে মাতরম।

বঙ্কিম চন্দ্রের এই অমর সৃষ্টি বন্দে মাতরম সঙ্গীত ভারতের জাতীয় মন্ত্র হিসাবে জাতীয় সঙ্গীতের সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় এটি অনুদিত হয়েছে। ইংরেজিতে গানটি অনুবাদ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ।বহু সুরকার এই গানে সুর দিয়েছেন। এই গানে কণ্ঠ দান করেছেন বহু গায়ক গায়িকা। স্বাধীনতার আগে ও পরে কতবার যে এই গান গাওয়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আজও গাওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতেও গাওয়া হবে। স্বীকৃত হয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয়তম গান হিসাবে। পরাধীন ভারতে বন্দে মাতরম ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীজ মন্ত্র। স্বাধীন ভারতে ভারতীয়দের প্রেরণা সঙ্গীত। তবে এ কথা বলতেই হবে আনন্দ মঠে বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত ভারত মাতার রূপ চিত্রিত করে এই বন্দনা সঙ্গীতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট থেকে জানা যায় মৃত ও জীবিত অবস্থায় ধরা পড়া বিপ্লবীদের পকেট থেকে যে সব সামগ্রী ধরা পড়ে তার মধ্যে কমন ছিল বন্দে মাতরম লেখা চিরকুট বা ছোট্ট পতাকা এবং ভারত মাতার ছবি। শিরা ধমনীতে শিহরণ জাগানো এই শব্দ দুটি উচ্চারণ করেই অবলীলায় তাঁরা বলি দিয়েছেন প্রাণ। তাই তাদের একান্ত আস্থাভাজন আমলার রচনাকে নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল ব্রিটিশকে। তবে ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

ভারতে বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উৎসব শুরু হয়েছে। ভারত সরকার জানিয়েছে সারা বছর ধরে এই উদযাপন চলবে। যতদিন সুজলা সুফলা ভারত মাতা স্বমহিমায় বিরাজ করবেন ততদিন থাকবে তাঁর বন্দনা গীত বন্দে মাতরম। কে তার কদর করল তাতে কিছুই এসে যায় না। আরও অনেক ১৫০ বছর পার হয়ে গেলেও অপবিত্র করা যাবে না ভারত আত্মার এই মন্ত্রকে। এ একদিনের এক বছরের উদযাপন নয়, কারণ ভারত হৃদয়ে প্রতি পলে অনুরণিত হয় এই গান।

বন্দে মাতরম

সুজলাং সুফলাং মলয়জ–শীতলাম
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র–জ্যোৎস্না–পুলকিত–যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত–দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।
সপ্তকোটীকণ্ঠ–কল–কল–নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল–দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।।

শতবর্ষ পরেও উজ্জ্বল বাঙালি নক্ষত্ররা

প্রদীপ কুমার
৪ জানুয়ারি ১৯২৫-২৭ অক্টোবর ২০০১

বিখ্যাত অভিনেতা। আসল নাম শীতল বটব্যাল। শুরুর দিকে থাকতেন কালীঘাট অঞ্চলে। ১৯৪৭ সালে প্রথমবার অলকানন্দা ছবিতে সিনেমায় অভিনয় এই সুদর্শন অভিনেতার। এরপর 'ভুলি নাই'(১৯৪৮), 'বিয়াল্লিশ'(১৯৫১) ইত্যাদি ছবিতে সুনাম কুড়িয়ে মুম্বাই গিয়ে ফিল্মিস্তান–এর 'আনন্দমঠ'(১৯৫২) ছবিতে অভিনয় করে হিন্দি ছবির শুরু। এরপর 'আনারকলি'(১৯৫৩), 'নাগিন'(১৯৫৪), 'তাজমহল'(১৯৬৩) ইত্যাদি আরও বহু জনপ্রিয় হিন্দি ছবিতে নায়ক হন। এছাড়াও আরও বেশকিছু হিন্দি ও বাংলা ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন। শেষদিকে মুম্বাই থেকে কলকাতা এসে থাকতেন যাদবপুর অঞ্চলে। প্রদীপকুমারের মেয়ে বীণা ছিলেন নামকরা অভিনেত্রী। ১৯৬০ সালে 'মেহলোঁ কে খোয়াব' ছবিতে প্রদীপকুমারের সঙ্গে অভিনয়ের সময় কিশোরকুমার বলেছিলেন যে, প্রদীপকুমার অভিনয়ের ব্যাপারে খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। খুব ভদ্র। কখনও মেজাজ হারাতেন না।

– অতীক চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)

নচিকেতা ঘোষ
২৮ জানুয়ারি ১৯২৫-১২ অক্টোবর ১৯৭৬

নচিদার সব কথাগুলিই আমার কাছে মনে হতো একেকটা জলভরা দীর্ঘশ্বাস। আমি যখনই গান রেকর্ড করার তাগিদে বা কোনো গানের তালিম নেবার জন্য নচিদার সান্নিধ্যে গেছি–আমার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমি ঢুকতে চেষ্টা করেছি নচিদার কথাগুলির মধ্যে। নচিদা স্বাভাবিকভাবে যার সঙ্গে যখন সাধারণ কথাবার্তা বলতেন সেই কথার মধ্যেও থাকত দীর্ঘশ্বাস ভরা সুর, ছন্দ, মিষ্টতা আর কারুণ্য। নচিদা গানের বাণী বেছে নিতেন সেই রকমই। গানের সুরও দিতেন তেমনি। হতাশার বেদনা নিঙড়ানো একটা গোটা মানুষ। কিন্তু নচিদার কাছে আমি পেয়েছি অনেক। নচিদা আমার আলো। নচিদার ভেতরে যে দুঃখ, যে জ্বালা, যে যন্ত্রণাই থাক–অপরকে আলোর ঠিকানা দিতে নচিদার কৃপণতা কিছু ছিল না, অন্তত আমি উদাত্ত কণ্ঠে সে কথা বলতে পারি। যখন নচিদাকে নিয়ে অতীত স্মৃতির রোমন্থন করতে বসি, মনে পড়ে এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না যাতে মুক্তো আছে, আমার কান্না পায়। এই নৈরাশ্যের জগতে নচিদার ঐ সুর যেন আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত। আমি ভুলতে পারি না নচিদাকে।

আমি তো সময় পেলেই প্রতি রবিবার সন্ধেবেলায় ছুটতাম শুধু একটি মাত্র আকর্ষণে। নচিদার নিজের গলায় গাওয়া গান শুনতে। নিজের ঘরের বিশেষ একটা জায়গায় বসে ধূপ জ্বালিয়ে বিশেষ একটা হারমোনিয়ামে মুড মাফিক গান ধরতেন নচিদা। তখন বুকটা জুড়িয়ে যেত। কিন্তু আমি নচিদাকে পেয়েছিলাম ঝিনুকের মুক্তোর মতো, পেয়েছিলাম মনের মতো একজন হিসাবে।

– নির্মলা মিশ্র (গায়িকা)

বাদল সরকার
১৫ জুলাই ১৯২৫-১৩ মে ২০১১

সময়টা ৭০ দশকের শেষ ভাগ, নাটকে পূর্ণ সময়ের কর্মী হলাম। এই সময় দূর থেকে একজনের কাজ দেখে ভাবনায় কেমন এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু করলো, নিয়মিত দর্শক হয়ে উঠলাম বাদল সরকারের শতাব্দীর নাটকগুলোর, কার্জন পার্ক থেকে থিওজোফিক্যাল সোসাইটির আঙিনায় ছুটে বেড়িয়েছি । নিরাভরণ মঞ্চ, পোশাক ও রূপসজ্জা, আলোর ব্যবহার নেই, কোনো রঙচঙে ব্যাপার নেই। অথচ নিশির ডাকের মতো আমি ছুটে যেতাম। প্রসেনিয়মের নাট্যওয়ালা রে রে করে উঠলো এই বুঝি থিয়েটার গোল্লায় গেল। ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় থিয়েটার বুলেটিন নাট্য পত্রিকায় লিখলেন–থিওজোফিক্যাল সোসাইটির ছাহ্যাং ছাঙারী কেত্তন। আক্রমণের পর আক্রমণ । আমি বাদলদার পক্ষ নিলাম কিন্তু বাদলদারা আমায় নিল না, কারণ আমি তখন পুরো মাত্রায় প্রসেনিয়মের বংশধর। আমি দুপক্ষের আক্রমণাত্মক সংলাপের মাঝখানে মহাভারতের বিকর্ণ ভূমিকায় রইলাম। বাদলদার দল পিছিয়ে পড়তে লাগলো কারণ উল্টোদিকে ক্ষমতাবান। অনেক দিন পর বাদলদাকে বলেছিলাম আপনার পদ্ধতি ও প্রয়োগ ইদানিং অনেকেই ব্যবহার করে অথচ আপনাকে স্বীকার করে না, এটা কী ঠিক মনে করেন? বাদলদা অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতেন। অভিমান নাকি আফসোস! শেষ জীবনে বাদলদা কারো সঙ্গে, আমার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে চাইতেন না। কেন জানি না!!! আমার এখনো বিশ্বাস বাদলদার থিয়েটার যাকে সবাই নাম দিয়েছিল 'থার্ড থিয়েটার'। সেটা থার্টিন থিয়েটার নাম দিলেও কিছু যায় আসে না, বাদলদার থিয়েটার ভাবনা থিয়েটারকে নতুন পথ দেখাতো, একদিন দেখাবে। এই অপেশাদার কাঠামোয় থিয়েটারের উত্তরণ বাদলদার থিয়েটার ভাবনায় লুকিয়ে আছে।

– পিনাকি গুহ (নাট্য ব্যক্তিত্ব)

তৃপ্তি মিত্র
২৫ অক্টোবর ১৯২৫- ২৪ মে ১৯৮৯

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত প্রায় সকল নাটক নিজে মঞ্চস্থ করেছিলেন। ব্যতিক্রম একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট চিরকালের ধন 'রক্তকরবী' এবং তার কারণ নাকি তিনি নন্দিনী করবার মতো কাউকে খুঁজে পাননি। সে দিক দিয়ে শম্ভু মিত্র ভাগ্যবান। তিনি বহুরূপীতে তৃপ্তি মিত্রকে পেয়েছিলেন। যেন নন্দিনী করার জন্যই তাঁর জন্ম! নাটক রচনার ৩০ বছর পরে ১৯৫৪ সালে 'রক্তকরবী'র প্রথম সফল প্রযোজনা করতে সমর্থ হয়। বহুরূপী শ্রী শম্ভু মিত্রের অসীম প্রজ্ঞাবান নির্দেশনায় এবং আজ এতবছর পরেও এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে উচ্চারণ করা যায় যে নন্দিনী চরিত্রে কেউ তৃপ্তি মিত্রকে অতিক্রম তো দূরের কথা, স্পর্শও করতে পারেননি তেমনভাবে। তাঁর আমলে বহুরূপীতে অভিনীত সকল নাটকের মুখ্য নারী চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র ছিলেন একমেবদ্বিতীয়ম। পেশাদারী মঞ্চেও তাঁর দাপট যে কী অপরিসীম ছিল 'সেতু' নাটকে তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। এছাড়া ভিন্ন ভাষার নাটকে এবং বেতার নাটকেও তিনি তাঁর শিখরস্পর্শী সাফল্যের নজীর রেখেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি নাট্য–নির্দেশনাতেও তাঁর পারঙ্গমতা ছিল ঈর্ষণীয়। এক্ষেত্রে তিনি শম্ভু মিত্রের সুযোগ্য সাথী। ১৯৫৭ সালে নিউ অ্যাম্পায়ারে 'ডাকঘর' নাটক দিয়ে পরিচালক তৃপ্তি মিত্রের যাত্রা শুরু। এরপর একে একে উপহার দিয়েছেন 'কিংবদন্তি', 'অপরাজিতা' (তাঁর একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ), 'টেরোদ্যাকটিল', 'গন্ডার', 'দুরাশা', 'ঘরে বাইরে', 'সুতরাং', 'বাঘ', 'যদি আর একবার', 'সেদিন বঙ্গলক্ষী ব্যাংকে', 'পাখি', 'বলি' ইত্যাদি।

– গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায় (নাট্য ব্যক্তিত্ব)

ঋত্বিক ঘটক
০৪ নভেম্বর ১৯২৫ - ০৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

এই নামটা শুনলেই অনেকের কাছে অন্য এক ছবি ফুটে ওঠে কিন্তু এই তুমুল নেশা করার কারণ কি ছিল? আসলে ছবি বানাতে ভালোবাসতেন কিন্তু টাকা কোথায়? তখন এন এফ ডি সিও ছিল না। এত ভাবনা সবই জন্মানোর পরেই মৃত্যুর মুখে চলে যেত, তাই চরম হতাশা আর সেই থেকেই নেশা ধরলেন কিন্তু পরবর্তীকালে আর ছাড়তে পারলেন না। উনি ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ। আর সাধারণ নন বলেই কারোর সাথে কম্প্রোমাইজ করতে জানতেন না। কমপ্রোমাইজ করেননি বলেই হারিয়ে গিয়েছেন। যারা কম্প্রোমাইজ করেছেন তারা থেকে গিয়েছেন। আমি ওনার ডিরেকশনে সুবর্ণরেখা ছবিতে কাজ করেছি। খুব স্পষ্ট ভাবে বলতেন কি করতে হবে। এই দৃঢ়তা এই স্পষ্টতা ওনার ছিল। শেষের দিকে ওনার খুব ইচ্ছে ছিল একটা সিনেমা করার। গল্পটা হল সকলেই মারা গিয়েছে এবং স্বর্গে গেছে, প্রত্যেকের ফিলিংস হচ্ছে স্বর্গে গিয়ে কেউ ভালো নেই। এখন কি করা যায়? কাউকে একটা ধর, দেখা গেল একজন পাগল বেঁচে আছে, পাগলের মারফত খবর দাও যে আমরা কেউ ভালো নেই যারা বেঁচে আছে তারাই ভালো আছে। কি সুন্দর ভাবনা চিন্তা। এটা একটা নাটক আছে 'জ্বালা' বলে। ঋত্বিকবাবু এই লেখার সিনেমা আর শেষ পর্যন্ত করে যেতে পারেননি। সব থেকে কষ্টের কথা কি আর বলি! যখন যেখানে শুটিং থাকতো আমার খবর নিয়ে সেখানেই এসে উপস্থিত হতেন, কিছু দিতে হতো খাওয়ার জন্য, নানা নেশা করবার জন্য নয় খাবার খাওয়ার জন্য সেটুকুও ছিল না তাঁর। এখন শুধুই হাহুতাস! হায় ঋত্বিক ঘটক! তুমি থাকলে এখন কত কি করতে পারতে।

– মাধবী মুখার্জী (অভিনেত্রী)

সলিল চৌধুরী
১৯ নভেম্বর ১৯২৫ - ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

বাবার কথা মনে পড়লেই প্রথমে ভেসে ওঠে তাঁর মিষ্টি হাসিটা। বাবা ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ। একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে! আমার প্রথম হিন্দি সিনেমার ('মিনু') গান রেকর্ডিংয়ের শেষে বাবা আনন্দে আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রতিটি রেকর্ডিংয়ের শেষে আমি বাবাকে বলতাম, 'বাবা, কোলে!' ওটাই ছিল আমার জন্য সবচেয়ে বড় উপহার। সময়ের পরিক্রমায় আমি যখন অনেক বড় হয়ে গেছি, তখন একদিন মজা করে বাবাকে বললাম,

'বাবা, এবার কোলে নাও!'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন,

'এখন আর পারবো না মা, তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ!'

বাবা অসাধারণ কষা মাংস রান্না করতেন! যেদিন বাবা রান্না করতেন, সেদিন রান্নাঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না। আমরা ভাইবোন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, কবে আবার বাবা মাংস বানাবেন। মাঝে মাঝে আমি বাবার সঙ্গে বেকবাগান বাজারে যেতাম, আর লিস্ট ধরে বাবাকে বলে দিতাম কী কী লাগবে। বাবা মজা করে বলতেন, 'ভালো শিল্পী হতে গেলে ভালো রান্নাও জানতে হয়'। আমার জীবনে বাবার প্রভাব সীমাহীন। তাই আজও তাঁর জীবনদর্শনকে হৃদয়ে ধারণ করে পথ চলি। তাঁর মতো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি। বাবা বলতেন, আগে ভালো মানুষ হও তবেই ভালো শিল্পী হতে পারবে!

–অন্তরা চৌধুরী (গায়িকা)

সন্তোষ দত্ত
২ ডিসেম্বর ১৯২৫ - ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

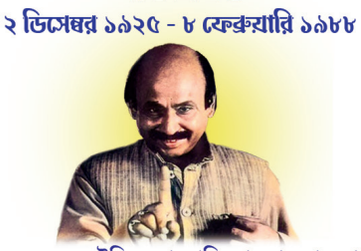

উনি যে এত বড় একজন উকিল তা আমি জানতাম না, জানতে পেরেছি আমাদের দলের একটি ছেলের থেকে। ওর কোন এক সমস্যার জন্য সন্তোষ বাবু এগিয়ে এসেছিলেন। আসলে সন্তোষবাবু ওই একটি বিখ্যাত চরিত্রের জন্যই যেন ও জন্মেছিলেন, ওই চরিত্রটা যেন ওনার জন্যই। পরবর্তীকালে ওই চরিত্রটি যারা করেছেন তাদের সম্মান দিয়েই বলছি, ওখানে সন্তোষ বাবু ছাড়া আর কেউই যেন মানায় না।

আমি সন্তোষ বাবুর সাথে 'গিলি গিলি গে' সিনেমায় অভিনয় করেছি। আমাদের ইন্দ্রজাল প্রোডাকশনের এই সিনেমাটি আবার সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছে আছে। সময় হলেই আবার সবাই দেখতে পাবেন। ওই সিনেমাটিতে উৎপল দত্ত এবং সন্তোষ দত্ত দুজনেই ছিলেন। সন্তোষ বাবু তার সহ অভিনেতাকে অভিনয় করার স্পেস দিতেন। আর এমন সাবলীল মনমুগ্ধকর অভিনয় আমাকে আমার নিজের পাঠ ভুলিয়ে দিত। মুগ্ধ হয়ে শুধু উনার অভিনয় দেখতাম, ভুলে যেতাম আমার পাঠ। ওনার চলে যাওয়ার খবর পেয়ে খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। বাঙালি অকালেই হারিয়ে ফেলেছিল এমন এক অভিনেতাকে।

লেখার মাধ্যমে ওনার জন্মশতবর্ষ স্বরণ করতে পেরে সত্যিই আমি আপ্লুত। এখন শুধু মনে পড়ছে গিলি গিলি গের সেট আর ওনার সান্নিধ্যের কথা।

– পি সি সরকার জুনিয়র (জাদুশিল্পী)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৫ ডিসেম্বর ১৯২৫-২০ আগাস্ট ১৯ ৮৬

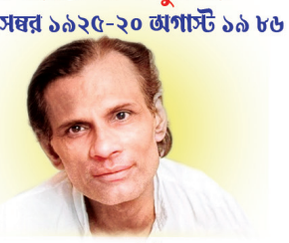

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, আমার বাবার বন্ধু। তবে বহুদিন যোগাযোগ ছিল না বাবাও চলে গেলেন। তারপর আমার প্রথম প্লেব্যাকের গানই গৌরীদার লেখা, এমন স্বপ্ন আমি সে ও সখা ছবির। এরপর বহুবার গেয়েছি গৌরীদার লেখা গান। আমাকে নিজের ঘরের লোকের মত ভাবতেন। মজাও করতেন, আমার প্রথম প্লেব্যাকের পর অন্য একটা রেকর্ডিং এ আমাকে বললেন ধুর ওই গানটা তুই কি করলি একদম ভালো হল না। আমার তো মন খারাপ হয়ে গেল প্রথম প্লেব্যাক বলে কথা। পরে বুঝলাম উনি মজা করছিলেন।

প্রায় দিনই রেকর্ডিংয়ে উনি আমার সঙ্গে যেতেন গল্প করতে করতে। একটা ঘটনা মনে পড়ছে, একবার পুজোর গান রেকর্ডিং করতে যাচ্ছি, আমাকে উনি বললেন, বাজার দোকান আছে এমন একটা জায়গায় গাড়ি দাড় করাতে। যথারীতি গল্প করতে করতে ভুলে গেছি এরপর হঠাৎ দমদমের কাছে একটা বাজারে গাড়িটাকে দাঁড় করালেন, তোরবর করে নেমে গেলেন গিয়ে একটা শার্ট কিনে আনলেন। তখনো কিছু বলেননি তারপর স্টুডিওতে পৌঁছে সকলের খুব প্রিয় সুশান্ত ব্যানার্জিকে ডেকে তাকে শার্টটা দিলেন। বললেন, আগের দিনের রেকর্ডিংটা খুব ভালো হয়েছিল, আমি বলেছিলাম একটা শার্ট দেব এই নে দিয়ে গেলাম। 'ফিরি কি না ফিরি! কথার খেলাপ হয়ে যাব'। এরকম মানুষ আর পাওয়া যাবে না। আসলে সেই সময়টা ওনার শেষের দিকে বোম্বেতে যাবেন অপারেশন করাতে। কথার খেলাপ হতে দিলেন না।

– হৈমন্তী শুক্লা (গায়িকা)

আতশ কাচে

জমি হস্তান্তর

হাওড়ার ডুমুরজলায় খেল নগরীতে স্টেট অব দ্য আর্ট ক্রিকেট সেন্টার অব এক্সেলেন্স গড়ার জন্য সিএবিকে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করল হিডকো। ৮.৯৩ একর জমিতে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই পরিকাঠামো তৈরি করবে সিএবি। থাকবে স্পোর্টস সায়েন্স সেন্টার, ইন্ডোর ও আউটডোর নেট প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা, জিম, ক্রিকেটারদের থাকার জায়গা–সহ নানাবিধ ব্যবস্থাপনা।

আসছেন বেডনারেক

আগামী ২১ ডিসেম্বর টাটা ২৫ কে কলকাতা ম্যারাথন। এবারে কলকাতা ম্যারাথন মাতাতে আসবেন ২৭ বছর বয়সী কেনি বেডনারেক, যিনি কল্পনায় 'কুং ফু কেনি' নামে পরিচিত। বর্তমানে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের অন্যতম প্রিয় চরিত্র। তিনি টোকিও ২০২০ এবং প্যারিস ২০২৪ অলিম্পিকে ২০০ মিটার দৌড়ে রুপোর পদক জিতেছেন। পাশাপাশি, সম্প্রতি টোকিওতে অনুষ্ঠিত ২০২৫ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা ও রুপো জিতে স্প্রিন্টিংয়ে ধারাবাহিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

অনুপমার খেতাব

দেশকে গর্বিত করলেন অনুপমা রামচন্দ্রন। স্নুকারে ভারতকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরলেন তামিলনাড়ুর তারকা। ২৩ বছর বয়সি অনুপমা ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে সোনালি অধ্যায় লিখেছেন। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে বিশ্ব স্নুকারের খেতাব জিতেছেন তিনি। তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হংকংয়ের অন ই-কে হারিয়ে আইবিএসএফ ওয়ার্ল্ড স্নুকার (১৫-রেড) চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী হয়েছেন।

আইএসএল হবে

আইএসএসের ভবিষ্যৎ কী? সেই প্রশ্নে এবার জড়াল কেন্দ্রীয় সরকারও। সুপ্রিম কোর্টে ফের শুনানি হয় আইএসএল নিয়ে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, গোটা বিষয়টায় ক্রীড়ামন্ত্রক নজর রাখছে। সেই সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রক জানিয়েছে আইএসএল হবেই, কিন্তু পুরো ব্যবস্থাপনায় তাদের সপ্তাহ দুয়েক সময় প্রয়োজন।

নজর নিলামে

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের পর মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। নয়া দিল্লিতে মেয়েদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে ২৭ নভেম্বর। আগামী বছরের মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের মহা নিলামে নাম রয়েছে মোট ২৭৭ ক্রিকেটারের। তবে সুযোগ পাবেন মাত্র ৭৩ জন। মোট ১৯৪ জন ভারতীয় ক্রিকেটার নিলামে আসছেন। তাঁদের মধ্যে ৫২ জন ক্যাপড, অর্থাৎ দেশের হয়ে খেলেছেন। তবে জায়গা রয়েছে মাত্র ৫০টি। অন্যদিকে ৮৩ জন বিদেশি প্লেয়ারের জন্য জায়গা ২৩টি। যাঁদের মধ্যে ৬৬ জন ক্যাপড। প্লেয়ারদের পাঁচটি বেস প্রাইজে ভাগ করা হয়েছে।

লক্ষ্যর লক্ষ্যভেদ

লক্ষ্য সেনের লক্ষ্যভেদ! এ বছর বহু ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছিলেন। তাই নজর ছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। অবশেষে সেই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। ফাইনালে জাপানি তারকাকে সরাসরি গেমে হারিয়ে চলতি বছরের প্রথম শিরোপা জিতলেন লক্ষ্য সেন। জাপানি তারকা ইউশি তানাকা ভারতীয় শাটলারের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলেন না। খেলার ফলাফল ২১-১৫, ২১-১১। মাত্র ৩৮ মিনিটেই ম্যাচ জিতে নেন লক্ষ্য।

ইস্টবেঙ্গলের হার

টানা দুই ম্যাচ হেরে গেলেন মশাল গার্লসরা। তাতে হল না স্বপ্নপূরণ। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে গেলে প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফকে হারাতে পারলেই ভারতের প্রথম কোনও ক্লাব এই প্রতিযোগিতার শেষ আটে উঠত ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু লিগ টেবিলের শেষে থাকা দলের কাছে ০-৩ গোলে হার স্বীকার করতে হল মশাল গার্লসদের।

কবাডিতেও মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়

সুমনা মণ্ডল: মেয়েরা যেন ভারতীয় খেলার নতুন মুখ! আরও ভালো করে বললে, দেশকে একের পর এক সাফল্য এনে দিচ্ছেন ভারতের মেয়েরা। ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানারা।

২১দিন পর দৃষ্টিহীন মেয়েদের প্রথম বিশ্বকাপ জিতে হইচই ফেলে দিয়েছেন ভারতের একঝাঁক মেয়েরা। সেই 'প্রথম' এবার জড়িয়ে গেল কবাডিতে। ভারতের বাইরে এই প্রথম হল মেয়েদের কবাডি বিশ্বকাপ। তাতেও চ্যাম্পিয়ন হল ভারতই। বাংলাদেশ আয়োজক। ঢাকাতেই উড়ল ভারতের বিজয়পতাকা। ফাইনালে চিনা তাইপেইকে ৩৫-২৮ ব্যবধানে হারিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে বিশ্বসেরা ভারতের মেয়েরা।২০১২ সালে ভারতের মাটিতে তো বটেই, শেষবার মেয়েদের কবাডি বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছিল। তাতেও চ্যাম্পিয়ন ছিল ভারতই। এবারও

ছবি বদলালো না। ১১ দলের টুর্নামেন্টে ভারতকে কেউই হারাতে পারেনি।

তবে ফাইনাল বেশ কঠিন ছিল ভারতের কাছে। চিনা তাইপে বারবার ঝামেলায় ফেলেছিল। একটা সময় চাপও বাড়িয়েছিল। কিন্তু বিপক্ষের দাপট সামলে ঠান্ডা মাথায় আক্রমণ আর রক্ষণে ভারসাম্য রেখেছিলেন ভারতের মেয়েরা। তাতেই এল সাফল্য। সব মিলিয়ে দলগত জয় বলেই ব্যাখ্যা করছেন প্লেয়াররা।

নৌকা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট এর এন্ডিউরেন্স এডভেঞ্চার স্পোর্টস ২০২৫ অনুষ্ঠিত হলো ৫টি পর্যায়ে। হুগলীর বলাগড় থেকে বিশেষ ভাবে নির্মিত নৌকা করে ৪ নভেম্বর সন্দাকফু থেকে মেগমা ২৩ কিমি ট্রেক করে প্রথম পর্বের এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। এরপর রংপো থেকে তিস্তা বাজার পর্যন্ত চলে ওয়াইল্ড ওয়াটার রাফটিং, এরপর প্রতিযোগিতা শুরু হয় গঙ্গা বক্ষে, ফারাক্কা থেকে ১২০ কিমি কায়াকিং প্রতিযোগিতা, তারপর মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে শুরু হয় সেলিং ও রোয়িং প্রতিযোগিতা। হুগলীর বলাগড় এর তৈরী ৫টি নৌকা এতে অংশ নেয়। পুরুষ ও নারী মিলিয়ে মোট ৪৫ জন প্রতিযোগী এ বছর এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। প্রতিযোগীতায় সফল প্রতিযোগীদের দেওয়া হয় নগদ অর্থ ও বিশেষ পুরস্কার। প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে

সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট এর সম্পাদক নিলেন্দু সরকার ও কর্মকর্তা তাপস চৌধুরী জানান, 'তাদের এই অভিযানের সঙ্গে তারা গঙ্গা নদী ও বিভিন্ন নদীর জলের নমুনা সংগ্রহ করছেন পরে এই জল গুলি সংস্থার পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করে ঐ সব এলাকার জলের দূষণের পরিমাণ প্রকাশ করা হবে।' প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী মহিলা টিম লিডার ছিলেন সুদেষ্ণা পাল কর।

১৫ ফেব্রুয়ারি টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক মহারণ, ইডেন গ্রুপ পর্বে পেল না ভারতের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে মাঠে গড়াবে টি-২০ বিশ্বকাপের দশম আসর। আগামী বছর টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল ৮ মার্চ। গ্রুপ পর্বেই মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি হবে মহারণ। তবে হাইব্রিড মডেলে সেই ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়। ভারত রয়েছে গ্রুপ 'এ'তে। সেই গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান ছাড়াও নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র। ৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম দিনই ভারতের ম্যাচ, প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরপর নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। তারপর পাকিস্তান। শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে ভারত।

২০টি দল চার গ্রুপে ভাগে অংশ নিচ্ছে বিশ্বকাপে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল সুপার এইটে উঠবে। সেখানে ৮ দল নিয়ে হবে দুটি গ্রুপ। সুপার এইটের গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবে। চার দলের লড়াইয়ে বিজয়ী দুই দল ফাইনালে লড়বে ৮ মার্চ। মোট আটটি ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো খেলা হবে। তারমধ্যে পাঁচটি ভারতে, তিনটি শ্রীলঙ্কায়।

দেখে নিন একনজরে গ্রুপ

গ্রুপ 'এ' – ভারত, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস। গ্রুপ 'বি' – অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, আয়ারল্যান্ড, ওমান। গ্রুপ 'সি'– বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি, নেপাল। গ্রুপ 'ডি' – দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, কানাডা ও আরব আমিরশাহি।

দেখে নিন ভারতের সূচি

৭ ফেব্রুয়ারি – বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মুম্বই (সন্ধে ৭টা),১২ ফেব্রুয়ারি- বনাম নামিবিয়া, দিল্লি (সন্ধে ৭টা)। ১৫ ফেব্রুয়ারি – বনাম পাকিস্তান, কলম্বো (সন্ধে ৭টা)। ১৮ ফেব্রুয়ারি –বনাম নেদারল্যান্ডস, আহমেদাবাদ (সন্ধে ৭টা)।

ইডেনে বিশ্বকাপের সূচি

৭ ফেব্রুয়ারি- ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ (দুপুর ৩টে)। ৯ ফেব্রুয়ারি- বাংলাদেশ বনাম ইতালি (সকাল ১১টা)। ১৪ ফেব্রুয়ারি- ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ (দুপুর ৩টে)। ১৬ ফেব্রুয়ারি- ইংল্যান্ড বনাম ইতালি(দুপুর ৩টে)।১৯ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি (সকাল ১১টা) ।

ভারতের ভেন্যুগুলো হচ্ছে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স, চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী ও মুম্বইয়ের ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়াম। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কায় পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, কলম্বোর আর প্রেমাদাসা ও সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে মেগা টুর্নামেন্টের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সূচি অনুযায়ী পাঁচটি গ্রুপ পর্বের ম্যাচ পেয়েছে ইডেন গার্ডেন্স। এরপর হবে একটা সুপার এইটের ম্যাচ এবং একটি সেমিফাইনাল। সেখানে ভারতের খেলা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকছেই। তবে পাকিস্তান শেষ চারে গেলে ইডেন থেকে সরে ম্যাচ কলম্বোয় যেতে পারে।

আসন্ন দশম বিশ্বকাপের জন্য নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা। যদিও তিনি টি-২০ থেকে অবসর নেওয়ায় এই টুর্নামেন্টে খেলছেন না। আইসিসি তাঁকে বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড আম্বাসাডর করেছে। রোহিত শর্মা বলছেন, 'ভারতে আবারও টুর্নামেন্ট ফেরা এবং নতুন ভূমিকায় (অ্যাম্বাসাডর) সহযোগী হতে পারা দারুণ বিষয়'।

সন্তোষে বাংলার সাফল্য আনার দায়িত্বে ফের সঞ্জয় সেনই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ বছরের ট্রফিখরা কাটিয়ে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। আসন্ন সন্তোষ ট্রফিতে সেই সঞ্জয় সেনকেই তাই কোচের দায়িত্বে বহাল রাখল দল। প্রত্যাশা মতোই তাঁর তত্ত্বাবধানেই আবারও ট্রফিজয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাবে বাংলা। আইএফএ কোচেস কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গতবার রবি হাঁসদাদের চ্যাম্পিয়ন করা কোচ এবারও সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ হওয়ার জন্য প্রস্তাব পেয়েছিলেন। গত ৩ নভেম্বর কোচেস কমিটির তরফ থেকে গতবারের সন্তোষ জয়ী কোচকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেসময় বাইরে থাকার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে কয়েকদিন সময় চেয়েছিলেন সঞ্জয় সেন। একান্তই তিনি রাজি না হলে বিকল্প নামের কথা ভাবতেন কোচেস কমিটির কর্তারা। পরবর্তীতে অবশ্য সেই প্রস্তাবে রাজি হন সঞ্জয় সেন। কোচেস কমিটির বৈঠকে সেই প্রস্তাবেই পড়ল সিলমোহর। গতবারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এবার আর প্রাথমিক পর্বে খেলতে হবে না বাংলাকে। বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার কর্তাদের বিশ্বাস, বাংলাকে ফের সাফল্য এনে দিতে সঞ্জয় সেনই সেরা বাজি।

বিদ্যালয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় বিদ্যালয় ভলিবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল পশ্চিমবঙ্গ। সম্প্রতি, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুরে আয়োজিত ৫ দিনের এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সর্বমোট ৬৪টি দল (সমান সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা বিভাগ) অংশগ্রহণ করেছিল। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বাংলার মেয়েরা দাপটের সঙ্গে লড়াই করে ৩-০ সেটের ব্যবধানে তামিলনাড়ুকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ছিনিয়ে নেয়। বাংলার মহিলা দলের কোচ তথা কাটোয়ার ঘোড়ানাশ হাইস্কুলের শিক্ষক কিশোরকুমার মালাকার বলেন, 'গতবার এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে তামিলনাড়ুর কাছে পশ্চিমবঙ্গ পরাজিত হয়েছিল। এবার আমাদের মেয়েরা সেই তামিলনাড়ুকে হারিয়েই মধুর প্রতিশোধ নিয়েছে।' জাতীয় বিদ্যালয় ভলিবল টুর্নামেন্টে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের এই আকাশছোঁয়া সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি রাজ্যবাসী।

'তাইকোন্ডো ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে' সুন্দরবনের জয়

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত ৩৯তম ওপেন 'তাইকোন্ডো ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে' দুর্দান্ত সাফল্য এনে দিল সুন্দরবনের সাগরদ্বীপের তিন কৃতী পড়ুয়া। গঙ্গাসাগরের প্রশিক্ষক গৌতম দেবনাথের তত্ত্বাবধানে তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ নিয়ে সাগরদ্বীপের এই তিন রত্ন— সঙ্গীতা পাল, রিয়ান্না মাইতি এবং অনুভব মাল— জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

তাদের কঠোর অনুশীলন এবং আত্মবিশ্বাসের জোরে এই তিনজনের ঝুলিতেই এসেছে স্বর্ণপদক এবং তিনজনেই সিলভার পদকও অর্জন করেছে, যা তার ব্যক্তিগত সাফল্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এছাড়াও, রিয়ান্না মাইতি একটি রৌপ্য (সিলভার) পদক লাভ করেছে বলে জানা গেছে।

লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত কে.ডি. সিং বাবু ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই খেলায় অসাধারণ পারফরম্যান্সের সুবাদে পশ্চিমবঙ্গ মোট সাতটি স্বর্ণপদক পেয়ে সামগ্রিক তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। রাজ্যের মধ্যে হুগলি ৪টি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের এই তিন কৃতী শিক্ষার্থী ৩টি স্বর্ণপদক পেয়েছে। সামগ্রিক তালিকায় উত্তর প্রদেশ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এই সাফল্যে গর্বিত তাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় প্রশাসন। সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং সাগর ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার রায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা সুন্দরবনের এই জয় প্রমাণ করে দিলো, সঠিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনে জাতীয় স্তরেও সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

ত্রিশতরানে ইতিহাস কোহলিভক্ত চন্দ্রহাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দ্রহাস দাস। কোচবিহার ট্রফিতে বাংলার অনূর্ধ্ব ১৯ অধিনায়ক ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন। খেললেন কোচবিহার ট্রফিতে বাংলার ব্যাটারদের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংস। অসমের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তিনে নেমে ১৭২ বলে ১২৪ রান করেছিলেন নিউটাউনের বাসিন্দা চন্দ্রহাস। সেই ইনিংসে ছিল ১৭টি চার ও তিনটি ছয়। আর চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে চন্দ্রহাস থামলেন ৩১৯ বলে ৩৩২ রানের ইনিংস খেলে। মেরেছেন ৫৩টি চার ও ১০টি ছয়। ঐতিহাসিক ইনিংস খেলার পর সিএবি মিডিয়াকে চন্দ্রহাস বলেন, 'সুযোগ কাজে লাগাতে পেরে খুব ভালো লাগছে। কোনও টার্গেট ছিল না। বল অনুযায়ী খেলে গিয়েছি। লুজ বল পেতেই শট খেলেছি। তাতেই মাইলস্টোন এলো। তবে আগামী ইনিংসেও নতুনভাবে শুরু করে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই।'

৮ বছর বয়সে খেলা শুরু চন্দ্রহাসের। বাবা সৌমেন্দ্র প্রসাদ দাশের হাত ধরে ভর্তি হন করুণাময়ীর ২২ ইয়ার্ডস স্পোর্টস স্কুলে। ত্রিশতরান হাঁকিয়ে সেই আকাদেমির কাঞ্চন স্যার থেকে শুরু করে রাজীব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা মনে

পড়ছে চন্দ্রহাসের। নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন সৌরাশিস লাহিড়ী, সঞ্জীব সান্যালদের পরামর্শ মেনে চলে। ৯ বছর বয়সেই সিএবি পরিচালিত টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ মেলে। অনূর্ধ্ব ১৩ বিভাগে অধিনায়কত্ব করার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন হওয়ারও স্বাদ পেয়েছেন। কোভিডকাল পার করার পর সিএবির অনূর্ধ্ব ১৬ শিবিরও তাঁর কেরিয়ারে ইতিবাচক হয়েছে বলে জানালেন চন্দ্রহাস। ২ বছর দ্বিতীয় ডিভিশনে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের হয়ে খেলার পর প্রথম ডিভিশনে খেলেছেন বালিগঞ্জ ইউনাইটেডের হয়ে। এখন খেলছেন বড়িশায়। বিরাট কোহলির ভক্ত চন্দ্রহাস সুযোগ পেতে চান ভারতীয় দলে। সিএবি যেভাবে তাঁকে কেরিয়ার এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করছে, তাতে কৃতজ্ঞ চন্দ্রহাস।

অন্ধকারেও স্বপ্নসফল, দৃষ্টিহীনদের টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বজয় ভারতীয় মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্ধকারেই ওরা পথ খুঁজে নেয়। অন্ধকারেই ওদের দু'চোখে স্বপ্ন। ওরাও চ্যাম্পিয়ন। একেবারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

কিছুদিন আগেই প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। আমরাও পারি- উসকে দিয়েছিল স্বপ্নটা। সেই স্বপ্নটাই সফল করল এবার ভারতের দৃষ্টিহীন মহিলারা। দৃষ্টিহীনদের মহিলা টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপে নেপালকে হারিয়ে বিশ্বজয়। টুর্নামেন্টে অপরাজেয় বীরাঙ্গনারা যে আলো ফোটাল ক্রিকেট মঞ্চেও।

বিস্ময়ভরা চোখে মানুষ দেখল সেই বিশ্বজয়, আর বিশ্বজয়ীরা ট্রফি ছুঁয়ে তা অনুভব করল দৃষ্টিহীনরা। অন্ধকারময় যে তাদের জীবন। তারা যে দৃষ্টিশক্তিহীন। অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনেই নিরবিচ্ছিন্ন এই লড়াই। মেয়েদের ব্লাইন্ড টি-২০ বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ক, যে আলোর পথ দেখাল ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন করে, সেই দীপিকা টিসির এমন দিনে চোখে জল এসেছিল। আনন্দের শুধু নয়, স্মৃতির যন্ত্রণাতেও। ভাবা যায়, বিশ্বজয়ী

অধিনায়ক কর্ণাটকে বড়ো হয়েছেন আস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া পচা ফল থেকে ভাল অংশটুকু খেয়ে! পরিবারে একবেলা ভরপেট খেলে, সেই দিনটা নাকি ভাল দিন হিসেবেই চিহ্নিত হত পরিবারে। দুই ভাই কলেজ শেষ করার আগেই পেটের জোগানে ছুটেছেন ব্যাঙ্গালোরে কাজ করতে। ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনায় চোখ হারিয়েছেন ঠিকই, দীপিকা টিকে যে দেখে নিয়েছেন জীবন যুদ্ধের অন্ধকার দিকও। আবেগের বিস্ফোরণে যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসাটাই স্বাভাবিক। তবু সব যন্ত্রণা ভুলে জীবন যুদ্ধে জিতে বিশ্বজয় করেছে তারা।

উল্লেখ্য, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে দৃষ্টিহীন মহিলাদের বিশ্বকাপ ১১ নভেম্বর দিল্লিতে শুরু হয়েছিল। টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অজিদের হারিয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা। অন্যদিকে পাকিস্তানকে হারিয়ে নেপাল পৌঁছেছিল ফাইনালে। ভারত এই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় দিয়ে। এর পর অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছেল উইমেন্স ইন ব্লু। তার পরেই নেপাল, আমেরিকা, পাকিস্তানকে গ্রুপ স্টেজে হারিয়েছিল ভারত।

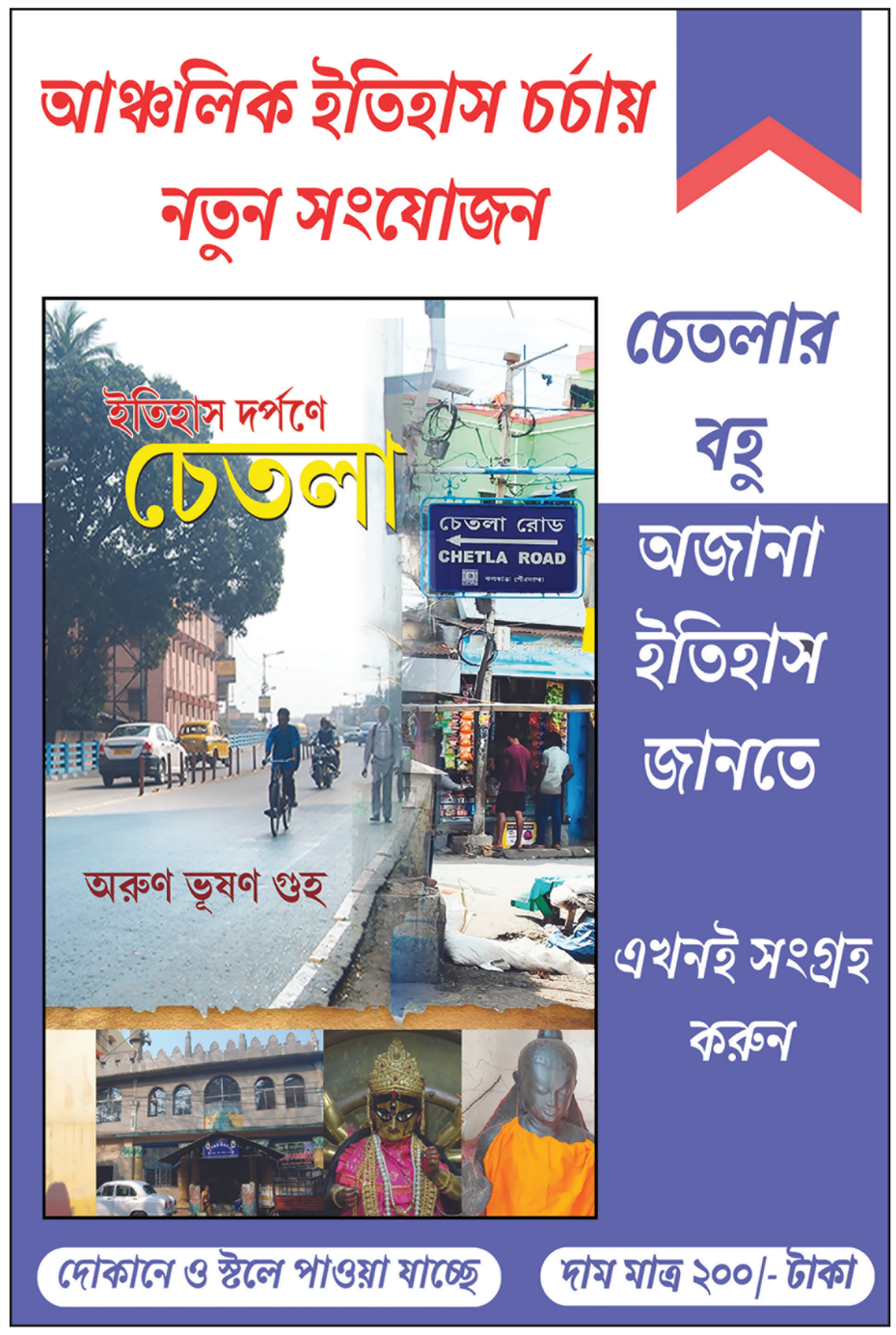

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com